NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ স্বাধীনতা আন্দোলনের দামাল কিশোর ক্ষুদিরাম

লরির ধাক্কায় মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রের, আহত দুই ৬

কলকাতা ৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.12.2023, Vol.17, Issue No. 172, 8 Pages, Price 3.00

‘হাত’ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীশগঢ়, রাজস্থানে কিস্তিমাত ‘পদ্ম’-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের আগে সেমিফাইনাল ছিল পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। সেমিফাইনালেই কিস্তিমাত করল পদ্ম শিবির। রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই দেখা গেল গেরুয়া ঝড়ে কুপোকাত ‘হাত’ শিবির। শুধু তেলঙ্গানাকেই নতুন করে পা ফেলতে পারল তারা। গত বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে জয় এলেও শেষ পর্যন্ত সে রাজ্য ‘হাত’ ছাড়া হয়েছিল কংগ্রেসের। এবার নতুন করে হাতছাড়া হল রাজস্থান ও ছত্তীসগঢ়।

তবে, ব্যতিক্রম শুধু তেলেঙ্গানা। এ রাজ্যেই একমাত্র বুথ ফেরত সমীক্ষা কার্যত সফল করে ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। রবিবার সকাল থেকেই চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফলের দিকে নজর ছিল সকলের। মিজোরামে ভোট হলেও সেখানে ফল বের হবে সোমবার। রবিবার গণনা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড় কাজ করেছে। বুথ ফেরত সমীক্ষা খুব বেশি কার্যকর হয়নি। তবে তেলঙ্গানায় কেসিআর-এর দৌড় থামতে পারে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল এক্সিটপোল। শেষ পর্যন্ত কেসিআর-এর ‘গাড়ি’ থামে কংগ্রেসের ‘হাতে’।

এদিকে, চার রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তীশগঢ়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি ফল স্পষ্ট হতেই দিল্লির সদর দপ্তর থেকে তিন রাজ্যের মানুষকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভারতের মানুষ স্থায়ী সরকার চান। স্থায়িত্ব চান সবাই। ভারতের কোনও নাগরিক আমাদের উন্নয়নযাত্রায় পিছিয়ে পড়বেন না। সবার জন্য সরকার। সবার জন্য উন্নয়ন।’ বলেন, ‘যেখানে বিশ্বাস খতম হয়, সেখানে মোদির গ্যারান্টি শুরু হয়।’

ভারতীয় রাজনীতিতে বহুল প্রচলিত প্রবাদ হল ‘উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার’। তবে শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, গোটা উত্তর ভারতের সমর্থন সঙ্গে নিয়েই কংগ্রেস একদা রাজত্ব করেছে দেশে। কিন্তু সেই সব রাজ্যেই এখন ক্রমে ক্ষমতাহীন হয়ে চলেছে তারা। অন্য দিকে, ১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া বিজেপি সেই পুরনো পথেই বসেছে দিল্লির মসনদে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে তাই চার রাজ্যের ফল বিজেপিকে ‘বাড়তি অক্সিজেন’ জোগাবে। স্বাভাবিকভাবেই তাই রবিবারের ফলাফলে খুশির হাওয়া পদ্ম শিবিরে।

চার রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীশগঢ় কার্যত কংগ্রেস-বিজেপির মুখোমুখি লড়াই ছিল। কিন্তু তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিএইচআরএস)-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল মূল লড়াই । দৌড়ে ছিল বিজেপিও। ছত্তীশগঢ়ে প্রথম থেকেই বিজেপিকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। তবে বেলা বাড়তেই পাশা উল্টে যায়। অন্য দিকে, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। ফলে দুপুর হতেই গণনা শেষ হওয়ার আগে স্পষ্ট হয়ে যায় তিন রাজ্য যাচ্ছে বিজেপির দখলে।

চার রাজ্যের হেভিওয়েট চার প্রার্থীর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান (বুধনি কেন্দ্র) জয়ী হন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের অশোক গেহলটও (সর্দারপুরা কেন্দ্র) জয়ী হন। রাত আটটা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী ছত্তীশগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের ভূপেশ বাঘেল (পাটন কেন্দ্র) ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও (গজওয়েল কেন্দ্র) থেকে এগিয়ে রয়েছেন। আরও এক কেন্দ্রে (কামারেড্ডি) থেকে পিছিয়ে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও।

আজ মিজোরাম বিধানসভার ফল

এক নজরে

ইন্ডিয়া বৈঠকে যাচ্ছেন না মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আগামী ৬ ডিসেম্বর ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠক ডাকার কথা জানিয়েছেন। তবে ওই বৈঠকে জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিচ্ছেন না। রবিবার তৃণমূল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। এরই পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমোর ঘনিষ্ঠ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকের কথা জানিয়ে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কাছে খাড়গের কোনও ফোনও আসেনি। এদিকে আবার ৬ তারিখেই মমতার উত্তরবঙ্গ যাওয়ার কথা। ফেরার কথা ১২ তারিখে। অর্থাৎ, ৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনওদিনই মমতার পক্ষে ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে থাকা সম্ভব হবে না।

মহুয়াকে বহিষ্কারের সুপারিশ আজ!

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর: আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন। কার্যবিবরণীতে উল্লেখ, প্রথমদিনেই লোকসভার পেশ করার কথা এথিক্স কমিটির রিপোর্ট।’ সেই রিপোর্টেই বিপাকে পড়তে চলেছে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ‘টাকা নিয়ে প্রশ্ন বিতর্কে’ ৫০০ পাতার রিপোর্টে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। কমিটির মতে, ‘স্রেফ অনৈতিক নয়, এই কাজ সংসদের অবমাননা’। কমিটির সুপারিশ, ‘টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন’ বিতর্কে কৃষ্ণনগরের সাংসদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক তদন্ত করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের’। তবে প্রথমদিন রীতিমাফিক প্রয়াত সাংসদদের শ্রদ্ধা জানিয়েই শেষ হয় লোকসভা অধিবেশন। এক্ষেত্রে তেমনটাই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেদিন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা না হওয়ারই সম্ভাবনা।

‘জনতার জয়, সততার জয়’, তিন রাজ্যে জয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর: ‘ভারত মাতা কি জয়। আজ সততার জয়। আজ জনতার জয়। আত্মনির্ভর ভারতের জয়। সুশাসনের জয় ।আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের জয়।’ রবিবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হতেই স্পষ্ট হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তীসগঢ়ে সরকার গড়ছে বিজেপি। জয়ের নিরিখেই তিন রাজ্যবাসী অভিবাদন জানাতে গিয়ে এই জয়কে আজ সংকল্প, বিচারধারা, আত্মনির্ভর ভারতের জয়। তেলঙ্গানাতেও ক্রমশ বিজেপির প্রতি সমর্থন বাড়ছে। সুশাসনের জয় হয়েছে বলে বললেন নরেন্দ্র মোদি।

দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এও বলেন, ‘এ আওয়াজ যেন তেলেঙ্গানা পর্যন্ত যায়।’ সঙ্গে বিরোধীদের প্রতি মোদির বার্তা, ‘আপনারা শুধরে যান। নয়তো মানুষ আপনাদের বেছে বেছে জবাব দেবেন।’ রবিবার ভোটের ফলাফলে কার্যত স্পস্ট হিন্দি বলয় ভরসা রাখছে বিজেপিতেই। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয় গেরুয়া শিবিরকে আত্মবিশ্বাসী করেছে সন্দেহ নেই। সেই জয়ের আবহেই প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘আজ দেশের আদিবাসী সমাজ মনের কথা বলতে পারছে। এই আদিবাসী সমাজ কংগ্রেসের ৬০ বছরের রাজত্বে পিছিয়ে ছিল। গুজরাতেও আমরা দেখেছি আদিবাসীদের পাত্তা দিত না। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে এরাই কংগ্রেসকে মুছে ফেলেছে। আমি সমস্ত দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।’

অধুনা ভারতীয় রাজনীতিতে একটি প্রবাদ তৈরি হয়েছে, ‘মোদি হ্যায়, তো মুমকিন হ্যায়।’ ৩ রাজ্যের ফলাফলে সেই প্রবাদ আরও একবার ফলে গেল। গোবলয়ের তিন রাজ্যে যথেষ্ট কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এই তিন রাজ্যেই বিজেপি মুখ হিসাবে এগিয়ে দিয়েছিল খোদ প্রধানমন্ত্রীকে। কংগ্রেস যেখানে স্থানীয় নেতৃত্বকে সামনে রেখে ভোটে নেমেছে, সেখানে বিজেপি স্থানীয় নেতাদের সেভাবে গুরুত্বই দেয়নি। পুরো প্রচার অভিযানই চলেছে মোদিকে কেন্দ্র করে।

রবিবার ফল প্রায় স্পষ্ট হতেই বিজেপির সদর দপ্তরে আসেন মোদি। পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ অনেকেই। তার আগে দিল্লিতে বিজেপি দপ্তরের সামনে গেরুয়া কর্মী এবং সমর্থকেরা ভিড় জমান। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাও জানান তাঁরা। এরপরই এদিন দিল্লি থেকে তিন রাজ্যের মানুষকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে দলীয় কর্মীদেরও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদের একহাত নিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বিরোধী তথা কংগ্রেসকে বিদ্ধ করে তিনি বলেন, ‘কেন্দ্র যখনই কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়েছে তখনই কংগ্রেস ও তার সঙ্গী দলগুলো বিরোধিতা করেছে। ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন, ভোটবাক্সেই যাবতীয় দুর্নীতির জবাব দিয়েছেন আমজনতা।’ আর এই প্রসঙ্গেই এদিন মোদি এও বলেন, ‘আমি এই প্রথম নিয়ম ভেঙেছি। তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ব্যাপক সাফল্যের পর সাফ এই কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই জানান রাজনীতির কেরিয়ারে কোনওদিন যা করেননি, সেটাই করেছেন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে।’ এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘এতদিন ধরে রাজনীতি করছি, কোনওদিন ভবিষ্যদ্বাণী করিনি। রাজস্থানে মাওজি মহারাজে কাছে পুজো দিতে গিয়েই বলেছিলাম, রাজস্থানে আর কংগ্রেস সরকার ফিরবে না।’ সঙ্গে এও জানান, ‘আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না। কিন্তু আমি রাজস্থানের মানুষের প্রতি আস্থা রেখেছিলাম। তাঁরাই আজকে ভোটবাক্সে রায় দিয়েছেন।’

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘মিগজাউম’

বিশাখাপত্তনম, ৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলের সকালে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ‘মিগজাউম’। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর ও মছিলাপত্তনমের মাঝামাঝি কোথাও আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ‘মিগজাউম’। বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর দিয়ে এগোনোর পথে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি। তামিলনাড়ুর উপকূলের গা ঘেষে তা ক্রমশ উত্তর দিকে এগোবে এবং শেষে অন্ধ্রের উপকূলে ল্যান্ডফল হবে মিগজাউমের। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মধ্যে ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়তে পারে। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০ কিমি।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর: আজ থেকে শুরু সংসদে শীতকালীন অধিবেশন। ১৯ দিন ধরে নতুন সংসদ ভবনে চলবে অধিবেশন। সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ৪ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে শুরু করে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ’ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির পরিবর্তে আচার সংসহিতা চালু সংক্রান্ত বিল পেশ করার সম্ভবনা রয়েছে। পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিলও পেশ করতে পারে মোদি সরকার। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ওই বিল পেশের কথা ছিল। সেই সময় বিরোধীদের তীব্র আপত্তিতে পেশ করা যায়নি ওই বিল। অন্য দিকে, টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ নিয়ে মহুয়া ও এথিক্স কমিটির টানাপোড়েন অব্যাহত। তার মধ্যেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ। সংসদের স্পিকার ওম বিড়লার কাছে সুপারিশ করতে চলেছে সংসদের নীতি কমিটি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দিশাহীন প্রচার না ‘জোটে’ অনীহা, ভরাডুবির কারণ কী কংগ্রেসের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২২ বিধায়কের ইস্তফায় গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরেও মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছিল কংগ্রেসের। এ বছরের নির্বাচনেও সেই ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হল না। উল্টে হিন্দি বলয়ের অন্য দুই রাজ্য ছত্তীসগঢ় এবং রাজস্থানে ভরাডুবি হল হাত শিবিরের।

কিন্তু কেন? একদিকে যখন হিন্দি বলয়ে নতুন করে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি শিবির, তখন এক সময়ের জেতা রাজ্যেও খারাপ ফলের কারণ কী কংগ্রেসের? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই একটা প্রশ্ন উঠে আসছে, একসময়ের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস কি তবে একা চলার ক্ষমতা হারিয়েছে? বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট না গড়ে একলা চলার প্রবণতাই কি কংগ্রেসকে এভাবে মুখ থুবড়ে ফেলেছে? একইসঙ্গে ভরাডুবির ‘কারণ’ হিসাবেও উঠে আসছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রচারের দিশাহীনতা।

মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র ছ'টি চেয়েছিলেন ‘ইন্ডিয়া’র শরিক সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দিতে রাজি হননি রাহুল গান্ধী-মল্লিকার্জুন খড়্গেরা। ৭১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে (আরও ৯টি আসনে ছোট দলগুলিকে সমর্থন করে) অখিলেশ ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেসের ‘বেইমানির’ জবাব তিনি দেবেন। ভোটের ফল বলছে, সফল হয়েছেন অখিলেশ। কংগ্রেসের ভোট কেটেছেন সমাজবাদী প্রার্থীরা। ভোটের ফলপ্রকাশের পরে মধ্যপ্রদেশের এক কংগ্রেস নেতার আক্ষেপ, ‘২০১৮-য় মাত্র একটি আসনে জিতলেও আমাদের রাজ্যে যাদব ভোটার ৪ শতাংশের বেশি। সামগ্রিক ভাবে ওবিসি জনগোষ্ঠীগুলির ভোট ৫০ শতাংশের বেশি। তা মাথায় রাখা উচিত ছিল।’

বিজেপি বিরোধী ছোট আঞ্চলিক দল, কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হওয়া দল এমনকী জোট ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদেরও ভোটের ময়দানে জায়গা দিতে চায়নি কংগ্রেস। তথ্যভিজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, সেই ‘প্রভাব’ পড়েছে। ভোট কাটাকাটিতে বাজিমাত করেছে বিজেপি। তিন রাজ্যের ভোট বার্তা বলছে, হিন্দি বলয়ে ধর্ম ও জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির পরিসরে একার শক্তিতে কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয় বিজেপির মোকাবিলা করা । মধ্যপ্রদেশের মতোই ছত্তীসগঢ় লাগোয়া জনজাতি এলাকায় সক্রিয় ‘গন্ডোয়ানা গণতন্ত্র পার্টি’ (জিজিপি)-র সঙ্গে অতীতের মতোই কংগ্রেসের আসন সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। যার ফল ভুগতে হয়েছে।

তিন রাজ্যে বিজেপির জয় ইঙ্গিত মিলতেই স্পিকারকে চ্যালেঞ্জ ‘সাসপেন্ডেড’ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোবলয়ে গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী কংগ্রেস। নির্বাচনী ফলাফলে জয় নিশ্চিত ইঙ্গিত মিলতেই’ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করলেন ‘সাসপেন্ডেড’ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর। সোমবার বিধানসভায় বিজয় মিছিল এবং লাড্ডু বিলি করা হবে বলেই জানালেন তিনি। প্রসঙ্গত গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহের জেরে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিধানসভা চত্বরে মিছিল এবং ধরনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই বিজয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অশালীন আচরণের অভিযোগে গোটা শীতকালীন অধিবেশন থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করা হয়। গত মঙ্গলবারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধ এবং বৃহস্পতিবার পালটা বিধানসভায় ধরনা কর্মসূচি করে গেরুয়া শিবির। এদিকে আবার বৃহস্পতিবার শহরে আসেন অমিত শাহ। ধর্মতলায় তাঁর সভার পালটা কেন্দ্রীয় বকেয়ার দাবিতে বিধানসভায় ধরনায় বসে তৃণমূল। নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বিক্ষোভে মোদি ও শাহের নাম করে চোর স্লোগান দেওয়া হয়। শাহের সভা শেষ হতেই বিধানসভা চত্বরে পৌঁছে যান শুভেন্দুবাবু। পালটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে চোর স্লোগান দিতে থাকেন তিনি। শুক্রবারও চলে ধরনা ও পালটা ধরনা। এরই পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে আবার জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ তোলে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। এই ঘটনাতেও বিস্তর জলঘোলা হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আপাতত তাঁর অনুমতি ছাড়া বিধানসভা চত্বরে মিছিল এবং ধরনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এও ঘোষণা করেন, বিধানসভা চত্বরে কোনও প্রতিবাদসভা করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হবে। এদিকে বিজেপির পালটা দাবি, স্পিকারের কোনও লিখিত নির্দেশিকা কোনও বিধায়কের হাতে এসে পৌঁছয়নি। আর স্পিকার প্রতিবাদ সভায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বিজয়োৎসবে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। এদিন শুভেন্দুর এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, লোকসভার সেমিফাইনালে জয়কে হাতিয়ার করে আদতে রাজ্যের শাসকদলের ওপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা করছেন বিরোধী দলনেতা।

দু'দিন ব্যাপী রোজগার মেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব প্রতিবন্ধকতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার মহাজাতি সদনে রাজ্যের নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন বিভাগীয় মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মেলায় চাকরি পেতে ইচ্ছুক বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে শশী পাঁজা জানান। বেসরকারি সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের কর্মসংস্থানে আরো তৎপর হতে তিনি অনুরোধ করেন। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র নতুন রাস্তা তৈরিতে শেষ হয়ে যায় না। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষেরা যাতে আরো বেশি করে কাজের সুযোগ পান তার নিশ্চিত করতে সরকারের দিকে তাদের

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির সৃষ্টিকারী মানুষ, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানদের পুরস্কৃত করা হয়। মোট ৪০ জন ব্যক্তিকে পদক এবং ১৫০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি অবিলম্বে ২০১৬ সালে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন প্রণয়ন করতে সরব হয়েছেন। কলকাতার রানি রাসমণি রোডে সংগঠনের পক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে কান্তি বাবু বলেন, রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ওই আইন কার্যকর করতে গড়িমসি করছে। এই আইন কার্যকর করতে এর আগেও বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রতিদিন জীবন জীবিকার জন্য প্রতিবন্ধী মানুষদের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে চলতে হয়। তাই ওই আইন কার্যকর করা উচিত। একই সঙ্গে একশো দিনের কাজে প্রতিবন্ধীদের যুক্ত করা, অন্যান্য রাজ্যের মত এরাজ্যেও মানবিক ভাতা বৃদ্ধির কথা বলেন তিনি। সমাবেশে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিবন্ধকতার কারণ গুলিকে চিহ্নিত করে তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেন। প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ। সমাবেশে যোগ দিয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এই মানুষদের ব্রাত্য রাখা ঠিক নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে তারাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন এমন নজির রয়েছে বলে বিচারপতি গাঙ্গুলি উল্লেখ করেন। সমাবেশে সিপিআইএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার উপস্থিত ছিলেন।

শীতের মরশুমে যাত্রীদের পাহাড়ে ছুটি কাটাতে চলবে সাপ্তাহিক বন্দে ভারত স্পেশ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শীতের মরশুমে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি রুটে যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদার কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল ওই রুটে পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে ওই রুটে এবার থেকে সাপ্তাহিক হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশ্যাল বন্দে ভারত চালানো হবে। এই ট্রেনের সময়, স্টপেজ সমস্তই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

পূর্ব রেল জানাচ্ছে শীতের মরশুমে নতুন বছর আসার আগে বড়দিনের সময়ের ছুটি কাটাতে দার্জিলিংয়ের চা বাগান সহ উত্তরবঙ্গকে ভ্রমণ পিপাসুরা বেছে নেন। সেই কারণেই যাত্রীদের ওই রুটে অত্যাধিক চাহিদা পূরণ করতে ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বন্দে ভারত স্পেশ্যাল ট্রেন প্রতি বুধবার হাওড়া থেকে চালানো হবে।

বন্দে ভারতের মতো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সহ আরামদায়ক যাত্রার ক্ষেত্রে যাত্রীরা এই ট্রেনকেই পছন্দ করেন। সেই চাহিদাকেই সম্মান জানাতে ওই রুটে ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া- নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া সাপ্তাহিক স্পেশ্যাল বন্দে ভারত চলতি বছরের ৬ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতি বুধবার যাত্রা করবে। এই নির্ধারিত সময়ে মোট ৯ টি ট্রিপ সম্পূর্ণ করবে। বর্তমানে সপ্তাহের বুধবার ছাড়া অন্যান্য দিনে ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া- নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া সাপ্তাহিক স্পেশ্যাল বন্দে ভারত চলছে। তাই এই শীতের মরশুমে ছুটির আনন্দ কাটাতে যাত্রীদের জন্য পূর্ব রেল বুধবারের দিনেও পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সাপ্তাহিক স্পেশ্যাল এই ট্রেনের পরিষেবার মাধ্যমে বুধবার যাত্রার মাধ্যমে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে মোট ২০,৩০৪ টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে পূর্ব রেল, যার মাধ্যমে যাত্রীরা হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ি যেতে পারবেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'এই বর্ধিত বন্দে ভারত সাপ্তাহিক বিশেষ পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীরা বিশেষ সুবিধা নিতে পারবেন। বন্দে ভারতের মাধ্যমে হাওড়া এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে যাত্রার সময়ে বিশেষ সুবিধা ও বিলাসিতা তারা অনুভব করতে পারেন। পূর্ব রেল যাত্রীদের সন্তুষ্টি বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা যাত্রী পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি'।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা ডিসেম্বর।সোমবার। ১৭ ই অগ্রহায়ণ, সপ্তমী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গলের দশা, বিংশোত্তোরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইনিজনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি :পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তা য় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে । আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : আজ কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

(আজ আদ্যপীঠে র প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদাঠাকুরে র ভূমিষ্ঠ দিবস।
নৌ সেনা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

১ ডিসেম্বর থেকে ভিসা ছাড়াই যাওয়া যাবে মালয়েশিয়ায়

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: ভিসা ছাড়াই মালয়েশিয়া যেতে পারবে ভারতীয়রা, এমনটাই জানানো হল মালয়েশিয়া কনসুলেটের তরফ থেকে। ১ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয়দের এই সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া। থাকতে পারবেন সর্বাধিক একমাস। এর ফলে ভবিষ্যতে পর্যটন ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়বে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছে মালয়েশিয়ার সরকার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্যটকদের কাছে বরাবরই আকর্ষণের মালয়েশিয়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মালয়েশিয়ায় প্রতিবছর যান ঘুরতে যান প্রচুর দেশ বিদেশের পর্যটক। ভারতীয় পর্যটকদেরও বিদেশে ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম সেরা ঠিকানা মালয়েশিয়া। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, দেশটির আর্থিক উপার্জন অনেকাংশেই নির্ভর করে পর্যটন শিল্পের ওপরে।

বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের উদ্যোগে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনন্য সন্ধে উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিছক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। বরং প্রাণের আরাম। সারা বছরের সেবার ব্রতের মধ্যে যেন এক ঝলক টাটকা অক্সিজেন। মরুভূমিতে এক টুকরো মরুদ্যানের মতোই তা অমূল্য। বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের উদ্যোগে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানও উন্নীত হল অন্য উচ্চতায়। হাসপাতাল মানেই সারাক্ষণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই। মৃত্যুর ঝুলন্ত খাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচানোই প্রতি মুহূর্তের টেনশন। আর সেজন্যই বছরের একটা দিন একটু অন্যভাবে কাটাতে চাওয়া। ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা যাতে মেলে ধরতে পারেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেটাই হয়ে ওঠে উদযাপন। তা ওড়ায় সব প্রতিকূলতা। বাধা-বিঘ্ন টপকে তুলে ধরে জীবনের পতাকা। এদিনও ঠিক তাই হল। স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মেখলা দাশগুপ্ত ও রূপঙ্কর বাগচী। শুরুতে নৃত্য পরিবেশনে থাকলেন সৌমিলী ও টুপ। মন ছুঁয়ে যাওয়া এই অনুষ্ঠান ঘিরে আবেগে ভাসল অডিটোরিয়াম।বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালের পক্ষে নম্রতা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা সারা বছরই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেন। এই অনুষ্ঠান সেই চাপ থেকে রেহাই দেয় তাঁদের। নিজেদের মেলে ধরার সুযোগও আনে। কর্মীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাই মুক্তির হাওয়ার মতোই। এর নেপথ্যে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম। উল্লেখ করতে হবে আন্তরিকতার কথাও। ডাক্তারদের ধন্যবাদ প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেওয়ার জন্য। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সমস্ত শিল্পীকেও ধন্যবাদ। আর দর্শকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের উৎসাহ ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্ভবই হতো না।'

বকেয়ার দাবিতে মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রবিবার পুড়ল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল। জানা গিয়েছে, এদিন ১০০ দিনের কাজের দাবিতে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল হয়। তারই একটি মিছিলের অন্যতম উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বানিবন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে একটি বড়সড় মিছিল। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন বানিবন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুরজিৎ মণ্ডল। এদিন মিছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে পৌঁছয় করাতবেড়িয়া নিমতলায়। সেখানে আমতা পানপুর রোডে পোড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল। যা এদিনের তৃণমূলের মিছিলের সব প্রতিবাদকে ছাপিয়ে যায় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দক্ষিণ ফিলিপিন্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণে মৃত ৩, আহত ৯ জন

দক্ষিণ ফিলিপিন্স, ৩ ডিসেম্বর: ধর্মীয় জমায়েতে মৌলবাদীদের হামলায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অন্তত ৯ জন। রবিবার দক্ষিণ ফিলিপিন্সের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণ ঘটে।

এদিন ফিলিপিন্সের মারাই শহরের মিনদানাও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ধর্মীয় প্রার্থনায় জড়ো ছিলেন ক্যাথলিকরা। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটায় জিহাদিরা। এলাকার পুলিশ ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অ্যালান নোব্লেজা জানান, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ইসলামিক স্টেট পন্থী জঙ্গিরা এই হামলা চালিয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবারই ফিলিপিন্স সেনা অভিযান চালিয়ে ইসলামিক স্টেটের সমর্থক ১১ জিহাদিকে খতম করেছিল। তারই বদলা নিতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এলাকার প্রশাসনিক প্রধানের তরফে। এই সাংস্কৃতিক শান্তি ও মেলবন্ধনের জায়গায় বিস্ফোরণের মতো ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। হামলাকারীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের তরফে।

হাবড়ায় দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: বাড়ি থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্বে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানার অন্তর্গত চৌমাথা এলাকায় রবিবার সকালে এলাকাবাসীরা একটি ছয় চাকার ট্রাকের মধ্যে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে হাবড়া থানার খবর দেন এবং পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাবড়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের বয়স ৫২, নাম সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় গাড়ির খালাসি হিসেবে কাজ করতেন হাবড়াতে। কর্মসূত্রে হাবড়াতেই থাকতেন, মাঝেমধ্যে নিজের বাড়ি গোবরাপুরে আসতেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন আগে গাড়িতে থাকা অবস্থায় কেউ একজন আঘাত করেছিলেন তাঁকে। ওঁর মালিক কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন এবং বেশ কিছুদিন খালাসির কাজ বন্ধ ছিল, নিজের বাড়ি গোবরাপুরে এসেই সুস্থ হয়েছিলেন সুজিতবাবু।

পরিবারের দাবি, কেউ কি শত্রুতাবশত মেরে ফেলল নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা বুঝতে পারছে না তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিশ।

সোনার খনির দখল নিতে সংঘর্ষে মৃত ৯

পেরু, ৩ ডিসেম্বর: সোনার খনির দখল নেওয়ার জন্য সংঘর্ষ। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণ গেল অন্তত ৯ জনের। লাগাতার বিস্ফোরণ আর গুলির লড়াইয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। শনিবার পেরু সংঘর্ষের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। জানা গিয়েছে, পেরুর পডেরোসা সোনার খনিতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী হামলা চালায়। তাদের কাছে ছিল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এমনকি প্রচুর বিস্ফোরক সঙ্গে ছিল তাদের। বিস্ফোরণ ঘটাতে ঘটাতেই তারা খনির মধ্যে ঢোকে। সেসময় সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা প্রাণপণে চেষ্টা করেও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি।

মরু রাজ্য-সহ তিন রাজ্যে দলের জয়ের আনন্দে হাওড়াতে বিজেপি কর্মীদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্রিশগড় বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই হাওড়া শহর জুড়ে বিজেপি কর্মীদের উল্লাস ও উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকালের দিকে তিন রাজ্যের মধ্যে ছত্রিশগড় বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস ও বিজোপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেখা দেয়। একটা সময় কয়েকটি আসনেও এগিয়েও যায় কংগ্রেস। কিন্তু, বেলা বাড়তেই ভোটের ফলের আভাস বদলাতে শুরু করে। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশের মতোই ছত্রিশগড় বিধানসভাতেও কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নেয় গেরুয়া শিবির।

রবিবার বিকেলে হাওড়াতে দলের সদর দপ্তরের সামনে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠল বিজেপি কর্মীরা। সদর দপ্তরে আবির খেলায় মাতেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পথ চলতি মানুষ ও বাসের যাত্রীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে নিজেদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন কর্মীরা।

এছাড়াও উত্তর হাওড়ার ৩ নম্বর মণ্ডল থেকেও একটি মিছিল বের করা হয়। ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি গীতা রাই ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দু'দিন বিরতির পরে সোমবার আবার রাজ্য বিধানসভার বর্ধিত অধিবেশন বসতে চলেছে। সকালে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের পরে অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টের উপরে দেড় ঘণ্টা আলোচনার কর্মসূচি রয়েছে। এর মাঝে বিরতিতে আগামী দিনে অধিবেশনের কর্মসূচি স্থির করতে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসবে। অধিবেশনের শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার কথা। পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় নব নির্মিত একটি প্রদর্শনীশালার উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।এদিকে তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে জয়ের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার লবির বাইরে বিজেপি বিধায়কদের বিজয়োৎসবে সামিল হয়ে শাসকদল এবং স্পিকারকে বিড়ম্বনায় ফেলতে পারেন বিরোধী দলনেতা। স্পিকারের নির্দেশ অমান্য করেই এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু। স্পিকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, 'তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কেরা বিধানসভাতে বিজয় মিছিল করবেন এবং বিধানসভার বাইরে মিষ্টি বিতরণ করবেন।'

উল্লেখ্য, গত গত মঙ্গলবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন থেকে স্পিকার সাসপেন্ড করেছেন বিরোধী দলনেতাকে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার আম্বেদকর মূর্তির সামনে তৃণমূলের পাল্টা ধর্না দেন বিজেপি বিধায়কেরা। ওই দু'দিনই বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের পরিষদীয় দল স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভা চত্বরে প্রতিবাদ, মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্নার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন স্পিকার। এই ধরনের কোনও কর্মসূচি গ্রহণের আগে তাঁর কাছে অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। সেই আবেদন মঞ্জুর হলে তবেই বিধানসভা চত্বরে কোনও কর্মসূচি করা যাবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ ডিসেম্বর ১৮ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, সোমবার

বারবার ভূকম্পনের জেরে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে কলকাতা, শঙ্কা ভূবিজ্ঞানীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশে শনিবার যে ভূমিকম্প হল যার রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.৬। শনিবার সকাল ন'টা পাঁচ মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডে এদিকে বাংলাদেশের সময় ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় বাংলাতেও। দক্ষিণ কলকাতার কিছু অংশেও অনুভব করা হয়েছে ভূমিকম্প। এরই পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জেলায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর-সহ গোটা রাজ্যে কম্পন অনুভূত হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ-সহ বেশ কিছু এলাকায় হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও কান্দি-সহ বেশ কিছু জায়গায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভব হয়েছে।

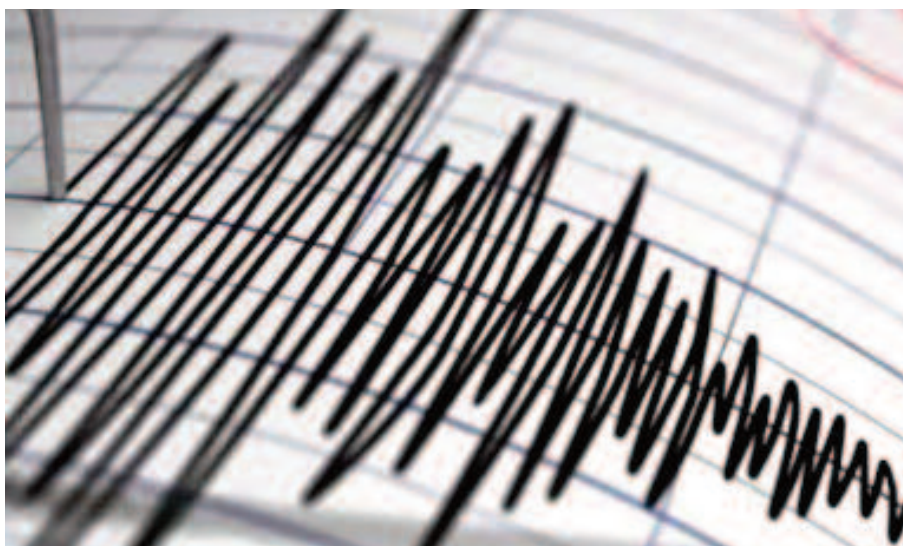

তবে বারবার এই ভূকম্পনের কারণ শহর কোন ক্ষতির দিকে পা বাড়াচ্ছে তা নিয়ে আশঙ্কায় গোটা রাজ্য। এদিকে খড়গপুর আইআইটির ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক শঙ্করকুমার নাথ বলেন, 'কলকাতার ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হতে পারে তীব্র ভূমিকম্প।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এই জায়গায় ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়। তাঁর কথায় কলকাতার 'আসল বিপদ' নির্মাণকাজ নয়, বরং ভূমিকম্প। বিশেষজ্ঞের মতে, 'যদি কলকাতায় কোনও ভূমিকম্প হয় যার মাত্রা রিখ টার স্কেলে ৫.৫-এর বেশি সেক্ষেত্রে শহরে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। মাটির নীচে যে অবস্থান থাকে অর্থাৎ 'জিওলজিক্যাল সেট আপ' ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সেই সময় এই বহুতলগুলির বিপদের একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।' বিষয়টি বিস্তারে ব্যাখ্যা করে এই বিশেষজ্ঞ বলেন, 'ভূমিকম্প হলে চোরা মাটি তৈরি হবে। সেই সময় হাইরাইজ বা বহুতল বাড়িগুলি ধসে যেতে পারে।' তাঁর কথায় মাটির নীচে জলের স্তর আছে তাই পাইলিং ঠিক মতো না হলে তা ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে যা বাড়ি ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

মানসিক অবসাদ, আবাসনের ১৩ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুকুন্দপুর: রবিবাসরীয় সকালে মর্মান্তিক ঘটনা খাস কলকাতায়। মুকুন্দপুরের অভিজাত বহুতল আবাসনে মিলল বৃদ্ধের মৃতদেহ। নাম রঞ্জন বোস। মুকুন্দপুরের আবাসনের ১৩ তলায় বাস করতেন তিনি। সূত্রে খবর, অবসরপ্রাপ্ত বছর সাতষট্টির এই বৃদ্ধের স্ত্রী আরবিআই-তে চাকরি করতেন। তিনিও অবসর নিয়েছেন। মেয়ে থাকেন দিল্লিতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ব্যাংক কর্মী রঞ্জন বোস। স্ত্রীয়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের এক মেয়ে দিল্লিতে থাকেন। ১০-১২ দিন আগে মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন রঞ্জনবাবুর স্ত্রী। মেয়ের কাছেই থেকে যান। ফলে গত কয়েকদিন ধরে আবাসনের ১৩ তলার ফ্ল্যাটে একাই থাকছিলেন। এদিন পৌনে ছটা নাগাদ ১৭ তলার ল্যান্ডিংয়ের জানলা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি।

আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা জানান, সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছটা নাগাদ আবাসনের আলো বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। তখনই আচমকা ভারী কিছু পড়ার শধ শুনতে পান। তখনই ছুটে গিয়ে দেখেন বৃদ্ধ মাটিতে পড়ে রয়েছেন। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে এনআরএস-এ নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। পুলিশ খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে। এলাকাও ঘিরে রাখেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর খানের আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন রঞ্জনবাবু। কিন্তু সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় তাঁকে আটকে দেওয়া গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। তার জেরেই এবার চরম পথ বেছে নিলেন।

এই ঘটনায় আবাসনের সম্পাদক নীলাঞ্জন মৈত্র জানান, ভোর ৬টায় সিকিউরিটির থেকে খবর যায় তাঁর কাছে। তিনি সিকিউরিটিকে পুলিশে খবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর সভাপতি-সহ বাসিন্দারা নেমে দেখেন পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে সূত্রের খবর, বহুতলের ১৭ তলায় এক জোড়া চটি পাওয়া গিয়েছে।

অনুমান করা হচ্ছে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন এই বৃদ্ধ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ব্যক্তির বাড়িতে গিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর দেহ নিয়ে চলে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। আপাতত তদন্ত না এগানো পর্যন্ত কিছুই বলবে না পুলিশ।

ইন্ডিয়া জোটে মমতা ব্যানার্জিকে সামনে রেখে লড়াই করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইন্ডিয়া জোটে দলীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সামনে রেখে লড়াই করতে হবে। খোলামেলা এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। নেত্রীর নির্দেশ মতোই বাংলার প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে রবিবার বিকেলে কাঁকিনাড়ায় প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কাঁকিনাড়ার রথতলা ব্রিজের নিচ থেকে প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়ে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে পানপুর মোড়ে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে লড়াকু সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নেত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী মিছিল। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস। তাই মিছিলে এত মানুষের সমাগম। সাংসদের কথায়, নেত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংসদেও প্রতিবাদ জানানো

হবে।

এদিন তিনি দাবি করলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২ টি আসনেই তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। তিন রাজ্যে বিজেপির জয় নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, আলাদা রাজ্যে আলাদা বিষয় কাজ করে। এই ফল বাংলায় কোনও প্রভাব ফেলবে না। এদিনের মিছিলে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, কাউন্সিলর প্রবীর বৈদ্য, দেব প্রসাদ সরকার ও সত্যেন রায়, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, রত্নেশ্বর দাস, মানিক নট্ট প্রমুখ।

বাগদান পর্ব সারলেন অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন, সাজলেন আইভরি রঙের লেহেঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের শেষে বিয়ে করছেন তা আগেই জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ৭ ডিসেম্বর বিয়ে। আর ঠিক বিয়ের আগে বাগদান পর্ব সারলেন অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন। পাত্র হইচই প্ল্যাটফর্মের চিফ অপারেটির অফিসার সৌম্য মুখোপাধ্যায়। বাগদান পর্বের মধ্যেই নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সৌম্য। প্রেমিকা রাজি হতেই হাতে পরিয়ে দিলেন আংটি। আর সোশাল মিডিয়ায়। সন্দীপ্তা ও সৌম্যর পরিবারের পাশাপাশি কাছের বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিয়েতে বাঙালি কনের সাজেই সাজবেন, আগেই জানিয়েছিলেন সন্দীপ্তা। অভিনেত্রীর পরনে দেখা যাবে গোলাপি রঙের কাতান সিল্ক বেনারসি। সঙ্গে থাকবে মানানসই সোনার গয়না। সকালে রীতি মেনে হবে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। সৌম্যর পরবেন প্যাস্টেল শেডের পোশাক।

সঙ্গে অভিনেত্রী সৌম্যর কপালের এঁকে দিলেন ভালোবাসার চুম্বন। বাগদানে আইভরি রঙের লেহেঙ্গায় সেজেছিলেন সন্দীপ্তা। সৌম্যর পরনে ছিল ম্যাচিং বন্দগলা। বালিগুঞ্জের বসু নিলয়ে এই বাগদান পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হয় দ্য ওয়েডিং ক্যানভাস-এর সন্দীপ্তা ও সৌম্যর বিয়ের পৌরহিত্য করবেন নন্দিনী ভৌমিক। সিরিয়ালের জন্য একাধিকবার কনের সাজে সেজেছেন সন্দীপ্তা। বাস্তবে তিনি ছিমছাম সাজই চান। অভিনেত্রী জানান, জীবনের এই নতুন অধ্যায় তাঁর ও সৌম্যর কাছে অত্যন্ত স্পেশ্যাল।

মমতাকে লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী মুখ করার দাবি, তৃণমূলের দেওয়াল লিখন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগে ৪ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের যে ট্রেন্ড আসছে তাতে বিজেপি যে বাজিমাত করছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মাত্র একটি রাজ্যে কংগ্রেস জয় পেয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের মধ্যেই কলকাতায় লোকসভা ভোটের দেওয়াল লিখন শুরু নজরে আসে রবিবার। উত্তর কলকাতার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দুপুরেই রং-তুলি হাতে শহরের রাস্তায় নেমে পড়ল রাজ্যের শাসক দল। দেওয়ালে লেখা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এদিন দেওয়াল লেখেন কুণাল ঘোষ। মমতার হাত শক্ত করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি কুণাল ঘোষ বুঝিয়ে দিলেন জোটের অবস্থান। বারবার উল্লেখ করলেন তিন রাজ্যের গেরুয়া ঝড় আসলে কংগ্রেসের ব্যর্থতা। আর এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতানোর ডাক দেওয়া হয়েছে এই দেওয়াল লিখনে। উত্তর কলকাতায় রাস্তার ধারের দেওয়ালে এদিন লেখা হয়, 'লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন।'

বর্তমানে কলকাতা উত্তরের তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্যায়। তবে ২০২৪-এ লোকসভায় প্রার্থী কে হবেন তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন সাংসদ সুদীপ। বরং দেওয়াল লিখন মাধ্যমে জোর কদমে ভোট প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।

এদিন কুণাল বিজেপির এই জয় প্রসঙ্গে জানান, 'ভিন রাজ্য আর এই রাজ্যের রাজনৈতিক ফারাক আছে। এখানে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। তাই এখন থেকেই শুরু ভোটের প্রচার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে।' তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, শুধুমাত্র কলকাতা নয়, ভারতে এই প্রথম দেওয়াল লিখন শুরু হল লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে। এরই পাশাপাশি চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হতেই কংগ্রেসকে একহাত নেয় তৃণমূল। কংগ্রেসের ব্যর্থতাতেই মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে জয় পেয়েছে বিজেপি। সেই কারণেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া জোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখকে সামনে রাখা উচিত বলে দাবি করেছেন তৃণমূল মুখ পাত্র কুণাল ঘোষ।

দাদার মারে ভাইয়ের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা কাঁকিনাড়ার শান্তিনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দাদার মারে মৃত্যু হল ভাইয়ের। আর এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার ২৯ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত শান্তিনগরে। মৃতের নাম মহেন্দ্র সাউ (৪০)। তিনি পেশায় টোটো চালক ছিলেন। যদিও ঘটনার দিন থেকে পলাতক অভিযুক্ত দাদা বিনোদ সাউ। তিনি কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় রায় জানান, বুধবার সকালে বাড়ির কলতলায় স্নান করেছিলেন মহেন্দ্র সাউ। স্নান করার সময় জল ছিটকে তাদের দুয়ারে গিয়ে পড়েছে। এমনই অভিযোগ তোলেন নিহতের বউদি রেখা সাউ। এরপর স্ত্রীর কথা শুনে রেগে গিয়ে ভাই মহেন্দ্রকে ঘর

থেকে টেনে লোহার রড দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন বিনোদ সাউ। দাদার মারে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনেই লুটিয়ে পড়েন মহেন্দ্র। চিকিৎসার জন্য তাকে তৎক্ষনাৎ ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখ ান থেকে কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার রাতে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে মহেন্দ্রের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন সকালে ২ নম্বর কাটাডাঙা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে পুলিশ অভিযুক্তের স্ত্রী ও মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও ঘটনা পর থেকে বেপাত্তা অভিযুক্ত বিনোদ সাউ। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে।

কলকাতা পুলিশ ও ডিসাবেলিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম আয়োজিত প্রতিবন্ধীদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নিউ মার্কেটের সামনে। ছবি- অদিতি সাহা

বিজেপির জয়ে মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তীসগড়ে জয়জয়কার বিজেপির। কংগ্রেস ধরাশায়ী। রবিবার ফল ঘোষণায় বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা বিধানসভাতে বিজয় মিছিল করবেন এবং বিধানসভার বাইরে মিষ্টি বিতরণ করবেন।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

অধিকারী। তাঁকে পুরো অধিবেশনের জন্যই সাসপেন্ড করেছে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রবিবার তিন রাজ্যে বিজেপির বিরাট জয়ের পরে বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, বিধানসভা চত্বর এবং তার বাইরের রাস্তায় বিজেপি বিধায়করা মিষ্টি বিতরণ করা। মনে করা হচ্ছে, বিজেপির মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হতে পারে বিধানসভা। আবার এদিনই বিধানসভায় আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিধানসভায় নিজের ঘরেই মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন তিনি। তাই এমন একটি দিনে বিজেপির তিন রাজ্যে জয় নিয়ে বিধানসভায় বিজয় মিছিল করে শাসকদলের উপর চাপ তৈরি করতে চাইবেন 'সাসপেন্ড' শুভেন্দু, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

বেআইনি হোর্ডিংয়ের ব্যবসা রুখতে এবার বসছে কিউআর কোড, জানালেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছরের পর বছর শহর জুড়ে চলছে বেআইনি হোর্ডিং-এর ব্যবসা। আর এই ব্যবসা চলছে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই। আর এই বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ভাড়া দিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। যার জেরে গত চার বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার উপর রাজস্ব হাতছাড়া হয়েছে পুরসভার। সেই অনিয়ম রুখতে এবার হোর্ডিংয়েও কিউআর কোড লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল পুর কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, এবার থেকে কলকাতা পুরসভার অনুমোদিত প্রতিটি হোর্ডিংয়ে কিউআর কোড লাগানো থাকবে। আর যেখানে থাকবে না সেটা বেআইনি হোর্ডিং হিসেবে ধরা হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্য পুরসভার কাছ থেকে হোর্ডিং ভাড়া নিয়ে থাকে অ্যাড এজেন্সিগুলি। নিয়ম অনুযায়ী, টেন্ডার ডেকে এই বরাত দেওয়ার কথা। টেন্ডার ডেকে বরাত দেওয়ার এই প্রক্রিয়া থমকে দাঁড়ানোর জেরে বিনা টেন্ডারেই চলছে পুরসভার হোর্ডিং ব্যবহার। আর সেখান থেকেই রোজগার হচ্ছে কোটি কোটি টাকাও। এতে বিপুল টাকার রাজস্ব হাতছাড়া হয়েছে পুরসভার। কলকাতা পুরসভার অর্থ বিভাগের এক আধিকারিক জানান, প্রতি বছর হোর্ডিং থেকে কম করে ১০০-১৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা। এই হিসেব অনুসারে গত চার-পাঁচবছরে প্রায় ৩৫০-৪০০ কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান হয়েছে পুরসভার।

এদিকে পুরসভা সূত্রে খবর, হোর্ডিং ভাড়া দেওয়ার জন্য ২০২০

সালে একবার ই-টেন্ডার করা হয়েছিল। তাতে বেশ কয়েকটি সংস্থা দরপত্র জমা দেয়। যদিও করোনার ধাক্কায় পরবর্তীকালে তারা পিছিয়ে যায়। ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের শুরুর দিকে নতুন করে টেন্ডার ডাকা হলেও কোনও সংস্থা তাতে আগ্রহ দেখায়নি। পুর আধিকারিকদের দাবি, করোনার পর থেকেই ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। সেই কারণে অনেক কর্পোরেট সংস্থার বিজ্ঞাপনের বাজেট কমেছে। তার উপর পুরসভা হোর্ডিংয়ের ফি অত্যাধিক বাড়িয়ে দেওয়ায় এজেন্সিগুলি টেন্ডারে অংশ নিতে রাজি হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই পুরসভাকে হোর্ডিংয়ের রেট কমাতে হয়েছে। কিছুদিন আগেই আবার নতুন করে টেন্ডার ডেকেছে পুরসভা। তাতে মোট দু'টি এজেন্সি দরপত্র জমা দিয়েছে।

এদিকে সরকারি নিয়ম হল, টেন্ডারে কম করে তিনটি সংস্থাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। নইলে আবার নতুন করে টেন্ডার করতে হবে। সেজন্য রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে বিশেষ অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। কলকাতা শহরে পুরসভার ২৬০টি স্ট্রিট হোর্ডিং রয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের প্রায় ১২০টি'র মতো হোর্ডিং ছিল। কিছুদিন হল, সেগুলির ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল হাতে নিয়েছে পুরসভা। সেই সব হোর্ডিংয়েরও টেন্ডার করা হবে।

উত্তরবঙ্গে সফরে পৌঁছে মেগা জল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বুধবার অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সফরেই তিনি এবার শিলিগুড়ি শহরের মেগা জল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। একই সঙ্গে বড়দিনের আগে উত্তরবঙ্গে এসে শিলিগুড়িবাসীকে একগুচ্ছ উপহার দিতে পারেন মুখ ্যমন্ত্রী। ২০২২ সালের পুরনির্বাচনে শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রথমবারের জন্য একক ক্ষমতার জোরে বোর্ড গড়েছে তৃণমূল। তারপর থেকেই শহরের উন্নয়নের দিকে সব থেকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। সেই সূত্রেই শহরের বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম ৫১১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সফরে এই প্রকল্পের শিলান্যাস তো করবেনই, সেইসঙ্গে মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুতের তার পাতার প্রকল্পের শিলান্যাসও করতে পারেন বলেই জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যের মধ্যে শিলিগুড়ি অন্যতম বড় শহর। একইসঙ্গে এই শহর হল দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকার মূল প্রবেশদ্বার। অথচ সেই শহরেই দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। তৃণমূল এই শহরের পুরবোর্ডের ক্ষমতায় এসেই এই সমস্যা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে। সেই সূত্রেই শহরে ৫১১ কোটি টাকায় মেগা জলপ্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দু'টি ভাগে এই প্রকল্পের রূপায়ন ঘটানো হবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজের বরাত ইতিমধ্যেই একটি ঠিকাদার সংখ্যাকে প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২০৬ কোটি টাকায় গজলডোবায় তিস্তা নদী থেকে পাইপে জল পরিশ্রুত করার জন্য ফুলবাড়ির প্ল্যান্টে নিয়ে আসা হবে। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ ্যমন্ত্রী।

সেই প্রসঙ্গেই শহরের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন, 'শহরের জল সমস্যা মেটাতে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছি। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় মেগা জলপ্রকল্প রূপায়নের প্রথম পর্যায়ের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। সেই জল প্রকল্পের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে করানোর কথা ঘোষণা করেছিলাম। কয়েকদিন পরই মুখ ্যমন্ত্রী শহরে আসবেন। তাঁকে দিয়ে এবার সেই প্রকল্পের শিলান্যাস করানো হবে।

সম্পাদকীয়

কালের অগ্রগতিতে চিকিৎসা কি ক্রমেই পণ্য হয়ে উঠছে?

আজ সত্যি ভাবতে অবাক লাগে তখন কী করে রোগীর লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করে প্রেসক্রিপশন লিখতেন ডাক্তারবাবুরা। রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তবেই প্রেসক্রিপশন লিখতেন তাঁরা। কারণ, তাঁরা জানতেন ডাক্তার দেখালেই রোগ সারবে না, ওষুধও কিনতে হবে। অনেক সময় তাঁরা গরিব রোগীকে ফিজশিয়ান স্যাম্পল দিয়েও সাহায্য করতেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিনা প্রয়োজনে একগাদা টেস্ট করতে দিতেন না। রোগীর জরুরি প্রয়োজনে ওই চিকিৎসকদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করা যেত। তা ছাড়া, স্বেচ্ছায় নিয়মিত তাঁরা রোগীর খোঁজখবর নিতেন। ব্যাঙের ছাতার মতো এত ডায়াগনস্টিক সেন্টার সে সময় ছিল না। রোগীর নাড়ি টেপার পর চোখ, মুখ, জিহ্বা দেখে স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করে এক বোতল মিক্সচার দিতেন। কাগজের দাগকাটা বোতলের তিতকুটে, ঝাঁঝালো সেই মিক্সচার গলাধঃকরণ করাটা যে কত কষ্টসাধ্য ছিল, তা আজও আমার মতো অনেকেই ভোলেননি। আর পথ্য হিসাবে দিতেন ভাতের পরিবর্তে সাবু, বার্লি মেশানো দুধ। পাঁচ দিন পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতেন। এর পর রোগী দেখতে যাওয়ার পথে কদাচিৎ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতেন কেমন আছি। সঙ্গে, রোদে বেশি ঘোরাঘুরি না করার উপদেশও থাকত। সেই সময়ের ডাক্তার আর শিক্ষককুলের মধ্যে যে পেশাগত আর সামাজিক মূল্যবোধ দেখা যেত, আজ তা বিরল। এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয় তাঁর আগমনের অপেক্ষায়। বেশ কিছু পরীক্ষা-সহ তিনি প্রেসক্রিপশন দেন। এক বারের বেশি কিছু জানতে চাইলে বিরক্ত হন। কারণ এর পর অন্য চেম্বারেও রোগী দেখতে হবে। যত বেশি রোগী তত বেশি অর্থলাভ। অবশ্য, সব ডাক্তার যে এটা করেন, তা মনে করি না। তবে কালের অগ্রগতিতে চিকিৎসা যে এখন পণ্য হয়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

শাশ্বত কথা

নিজের উপর বিশ্বাস

কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নয়, কারণ বেদান্ত 'একত্ববাদ' শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের মধ্যেই 'তুমি' রহিয়াছে। এই মহান বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি হইবে। আমার ইহা ধ্রুব ধারণা। তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন,আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সব জানি, তোমরা কি জান,তোমাদের দেহের ভিতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনই লুক্কায়িত রহিয়াছে? নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও-সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

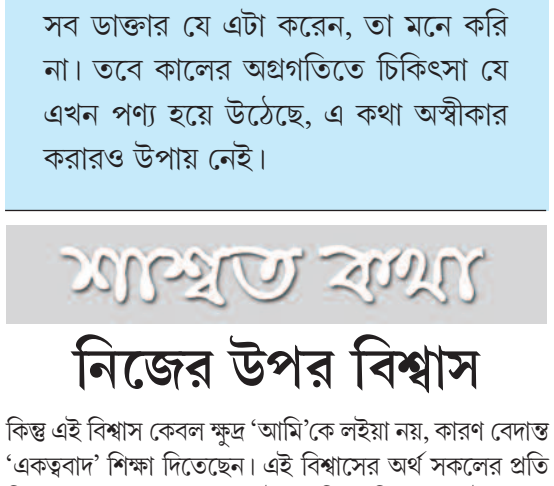

আর বেঙ্কটরমণ

১৯১০ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমণের জন্মদিন।*
১৯১৯ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত আগারকারের জন্মদিন।*

স্বাধীনতা আন্দোলনের দামাল কিশোর ক্ষুদিরাম

প্রদীপ মারিক

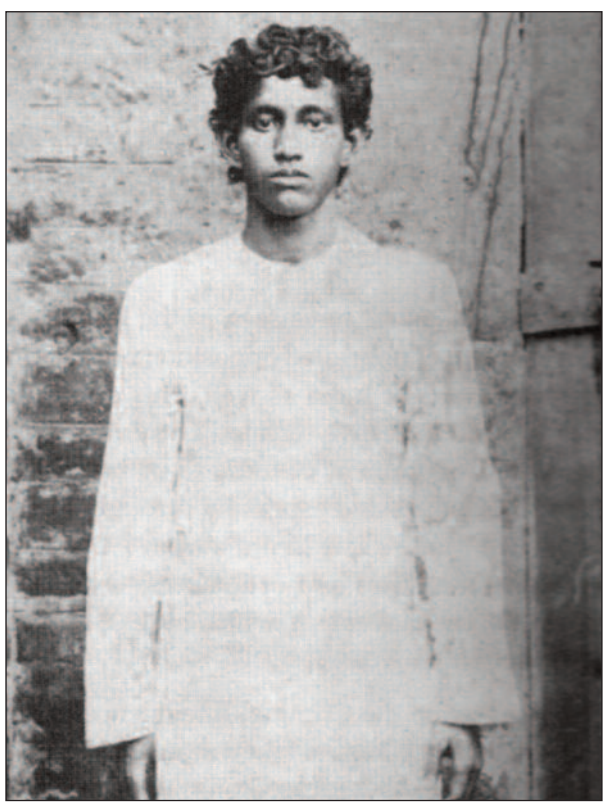

মেদিনীপুরের এক দামাল কিশোর স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। তবে এই নেশা একবার যার রক্তে ঢোকে, তার কাছে সাধনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদিরামের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিশোর বয়সের নানা ঘটনা পেরিয়ে বড় কাজের দায়িত্ব পড়লো তার ওপর। কিশোর ছাত্র ক্ষুদিরাম ছাত্রাবস্থা থেকেই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং কলকাতায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৫ বছর বয়সেই অনুশীলন সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠেন। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যে বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে অনুশীলন সমিতিতে আশ্রয় পান। ক্ষুদিরাম তারই নির্দেশে 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। ১৯০৬ সালে কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপার সাহায্যে ত্রাণকাজ চালান। ১৯০৭ সালে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তার সহযোগী হেমচন্দ্র কানুনগোকে প্যারিসে নির্বাসনে থাকা একজন রাশিয়ান, নিকোলাস সাফ্রানস্কির কাছ থেকে বোমা তৈরির কায়দা শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। হেমচন্দ্র এবং বারীন্দ্র কুমার ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডকে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। কিংসফোর্ড আলিপুর প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, যার হাতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যুগান্তরের অন্যান্য সম্পাদকদের মামলা চলছিল। যাদের তিনি কঠোর সাজা শুনিয়েছিলেন। যুগান্তর দ্বন্দ্বমূলক সম্পাদকীয় লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানায়, ফলে এ ব্যাপারে আরো পাঁচজন অভিযুক্ত হলে এই সংবাদপত্র ১৯০৮ সালে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবুও এই সমস্ত অভিযোগে সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং এতে অনুশীলন সমিতির জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের সহায়ক হয়। যুগান্তর মামলার বিরুদ্ধে প্রচারে অংশ নেওয়ায় সুশীল সেনকে চাবুক মারার সাজা দেওয়ায় কিংসফোর্ড জাতীয়তাবাদীদের কাছে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রথমে বাছা হয়েছিল প্রফুল্ল চাকী এবং সুশীল সেনকে। শেষমুহূর্তে বিশেষ কারণে সুশীল সেন যেতে পারেননি। তার জায়গায় দলে ঢোকেন ক্ষুদিরাম। ভয়, শব্দটি তার অভিধানে কোনদিনও ছিল না। শুধু পরিকল্পনাটা যাতে ঠিকঠাক হয়, সেই দিকেই নজর ছিল তার। সামান্য ভুলের জন্য বেঁচে যান কিংসফোর্ড। পুলিশের হাতে ধরা দেবেন না কিছুতেই। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দেখলে এমন অনেক ভারতীয় ও বাঙালিদেরই দেখা যাবে যারা ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করেছে অথবা পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে। মুজফফরপুর থেকে রওনা দেওয়া একটি ট্রেনে প্রফুল্ল চাকীর ওপর সন্দেহ হয় সিংভূমের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরে গ্রেফতার করতে গেলে নিজের বন্দুক দিয়েই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন প্রফুল্ল। মধ্যরাতের মধ্যে সারা শহর বোমা হামলার ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল এবং খুব সকাল থেকেই সমস্ত রেলস্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে প্রত্যেক যাত্রীর ওপর নজর রাখা যায়। সকাল পর্যন্ত ক্ষুদিরাম ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়াইনি নামে এক স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, তখন তিনি ফতে সিং এবং শিউ প্রসাদ সিং নামে দুজন কনস্টেবলের মুখোমুখি হন, যারা তার ময়লা পা এবং বিধ্বস্ত ও ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ করেছিল। কয়েকটা প্রশ্ন করার পর তাদের সন্দেহ বেড়ে যায় এবং তারা ক্ষুদিরামকে আটক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম তাদের দুজনের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে এবং তৎক্ষণাৎ দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে কনস্টেবলদেরকে গুলি করতে উদ্যত হওয়ার আগেই কনস্টেবলদের একজন ক্ষুদিরামকে পিছন দিক থেকে মজবুত করে ধরে ফেলে। হালকা চেহারার ক্ষুদিরামের পক্ষে নিজের প্রতিরক্ষা অথবা অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। তার কাছে ৩৭ রাউন্ড গোলাগুলি, ৩০ টাকা নগদ, একটা রেলপথের মানচিত্র এবং একপাতা রেলের সময়সারণি ছিল। ক্ষুদিরাম চিরকালের জন্যে ধরা পড়ে গেলেন। ওয়াইনি রেল স্টেশনটা বর্তমানে নাম বদল করে হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু পুসা স্টেশন। গোটা মামলা চলাকালীন অভাব ছিল না সাক্ষীরও। সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। বোমা বিস্ফোরণে মৃত মিসেস ও মিস কেনেডির সহিস লুরফাতও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। ঘটনায় তিনিও আহত হয়েছিলেন। তবে এর থেকে বেশি কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ইন্সপেক্টর লতিফুল হোসেন, ডেপুটি সুপার বাচ্চু নারায়ণলাল, পোস্টাল পিওন ত্যাগেশ্বর তেওয়ারি-সহ আরও অনেকে। এই সাক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বয়ান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাচ্চু নারায়ণলাল। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল, সেই ক্লাবের কাছেই তার বাড়ি। বোমার আওয়াজ শোনার পর নিজের উদ্যোগেই সমস্ত জায়গায় তল্লাশির কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনিই দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকীর মরদেহ মুজফফরপুরে নিয়ে এসেছিলেন। এই পুরো ঘটনায় ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকীকে সাহায্য করেছিলেন কিশোরীমোহন বলে এক ব্যক্তি। তাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারেও এর ভূমিকা ছিল। তবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে উঠে এসেছিলেন একজন পিওন, ধর্মশালার দপ্তরী এবং একজন এক্কাচালক। দুজন বাঙালি যুবক যে ধর্মশালায় উঠেছে, আর কিশোরীবাবু যে তাঁদের চেনেন এই ব্যাপারটায় শিলমোহর দেন তিনি। তবে চিহ্নিতকরণের কাজটি করতে পারেননি। সেটি করেছিল এক্কাচালক। এইভাবেই এগোতে থাকে বিচারপর্ব। একজনের বিচার তো আগেই হয়ে গিয়েছে, আরেকজনের যে কী হবে সেটা জানতে বাকি ছিল না কারোর। ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ শুনে গোটা বাংলা ফেটে পড়েছিল। রাস্তায় নেমে পড়েছিল হাজার হাজার মানুষ। এমন ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি কেউ। কিন্তু অকুতভয় ক্ষুদিরাম মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার গান গাইছেন। তিনি বলে যাচ্ছেন, যদি একবার সুযোগ তিনি পান, বাংলার ছেলেদের বোমা বাঁধার কাজ তিনি শিখিয়ে যাবেন। একটা নয়, হাজার হাজার ক্ষুদিরাম তৈরি হবে এবার। আইনজীবী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বারবার করে বলছেন, 'রংপুর থেকে উকিলরা তোমাকে বাঁচাতে আসছে, আর তুমি তোমার কৃতকর্ম স্বীকার করে নিচ্ছ?' অকপট ক্ষুদিরাম বললেন, 'স্বীকার না করার কী আছে?' গায়ে তখনও রক্ত ফুটছে, কিংসফোর্ড একটুর জন্য বেঁচে গেছেন বলে। অন্তিম সময়ে ক্ষুদিরাম ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি ও রবীন্দ্ররচনাবলী পড়তে চেয়েছিলেন। অন্তিম দিনে আইনজীবী কালিদাসবাবুকে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, 'রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জওহরব্রত পালন করেন, আমিও তেমন নির্ভয়ে প্রাণ দেব।' ১০ আগস্ট ক্ষুদিরাম বলেছিল, 'আগামীকাল আমি ফাঁসির আগে চতুর্ভুজার প্রসাদ খেয়ে বধ্যভূমিতে যেতে চাই।' ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট, জেলের ভিতরে ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসে চারজন পুলিশ। ক্ষুদিরামই হাঁটছিলেন আগে। যেন তিনিই পুলিশদের টেনে আনছেন। এরপর তিনি উপস্থিত আইনজীবীদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তার মুষ্টিবদ্ধ হাত ব্রিটিশ সরকারকে বার্তা দিল তৈরি থেকো আজ থেকে দেশের প্রত্যেকটা ঘরে লক্ষ কোটি ক্ষুদিরাম তৈরি হবে। জল্লাদ তখন শেষ মুহূর্তের কাজ করছিল। গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো মাত্রই দামাল ছেলের প্রশ্ন 'ফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়া হয় কেন?' এটাই তার শেষ কথা। চমকে দিয়েছিল জল্লাদকে। ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি কেশপুর থানার অন্তর্গত মৌবনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোলের তহসিলদার। মায়ের নাম লক্ষ্মীপ্রিয় দেবী। তিন কন্যার পর তিনি তার মায়ের চতুর্থ সন্তান। তার দুই পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেন। অপর পুত্রের মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি তখনকার সমাজের নিয়ম অনুযায়ী তার পুত্রকে তার বড়ো দিদির কাছে তিন মুঠো চালের খুদের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলে শিশুটির নাম পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম রাখা হয়। ক্ষুদিরামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তিনি তার মাকে হারান। এক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তার বড় দিদি অপরূপা ক্ষুদিরামকে তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যান। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামকে তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। ক্ষুদিরাম বসু তার শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নেন। সেই বিপ্লবী রক্ত নিয়েই মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন পর নির্ভয়ে ফাঁসির দড়ি পরে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করেন। 'দশ মাস দশদিন পরে / জন্ম নেব মাসির ঘরে মাগো / তখন যদি না চিনতে পারিস / দেখবি গলায় ফাঁসি।' গানটি রচনা ও সুর করেন বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস। কবি সমস্ত দেশ জাননীদের বলেছেন বলতে পারো মায়েরা আমাদের সেই ক্ষুদিরাম তোমাদের কার ঘরে এসেছে? তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন ছেলের কণ্ঠের পানে তাকাও, দেখবে তাদের প্রত্যেকের গলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির নীল দাগ। তোমার ঘরের সন্তানরা এক একটা দেশের প্রাণ। তাদের দেশের কাজে পাঠাও মা। যেন সব সন্তানরা ক্ষুদিরামের মত অকুতভয় হয়েই জন্মগ্রহণ করে। ব্রিটিশদের যে ক্ষুদিরাম বলেছেন, একটা ক্ষুদিরামকে শেষ করা যায় কিন্তু লক্ষ ক্ষুদিরাম যে মায়ের ঘরে আসছে। অত্যাচারী ব্রিটিশ তৈরি থেকো।

সভ্যতার সঙ্কট

সুবল সরদার

নয়টা গ্রহের অন্যতম গ্রহ আমাদের এই প্রিয় নীল পৃথিবী। ভালোবাসার আর সুরের মূর্ছনায় তার জন্ম। নদী--পাহাড়-মাঠ-বন-বনানী নিয়ে তার এই মায়াময় জগৎ সংসার। শ্যামল-কোমল-রূপসী পৃথিবীর ভালোবাসা অনন্ত নীল নীলিমায় প্রসারিত। চোখে লাগে নেশা। ঝর্ণা -মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি তার চির সাথী। ঋতু চক্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চক্রবৎ দিন রাত আসে নিগুঢ় বন্ধনে। জোয়ার ভাটায় ভরা নদী রূপ রেখা রোমাঞ্চিত করে। তখন মনে হয় পৃথিবী যেন একটা আস্ত রূপ কথার কাব্য। এই চির সবুজ গ্রহের সবকিছু চিরসুন্দর। মানুষ বসবাস করে প্রকৃতিকে ভালোবেসে প্রকৃতির কোলে। ধীরে ধীরে উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষ উন্নত হতে গিয়ে সে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায়। এটা বিবর্তনবাদের বিপরীত দিক হতে পারে। ভালোবাসা তার আর ভালো লাগে না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্ব কমেছে। মরুভূমির খরার মতো আজ ভালোবাসার সংকট। কর্তৃত্ব জাহির করতে সে এই ধরণীর অধিকার চায়। রাবণ রাজা সেজে সে সীতার মতো তাকে হরণ করে নিয়ে যেতে চায় লঙ্কার অশোক বনে। আর এখানে ঘটে যতো বিপত্তি ।

পৃথিবী সেজে ওঠে রণ সাজে যুদ্ধে যুদ্ধে। অস্ত্রের গগণভেদী বিকট শব্দে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে । যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবী যুদ্ধ করতে করতে এখন ক্লান্ত। যুদ্ধ নামক তার রথের চাকা ভেঙ্গে গেছে। কেমন করে আমাদের এই প্রিয় সুন্দর পৃথিবী অসুন্দর হয়ে ওঠে । ভালোবাসার সব রঙ চুরি হয়ে যায় পাখির নীড় থেকে। দূষণে দূষণে ভরে ওঠে পৃথিবী। জল-স্থল -আকাশ দূষণ থেকে দৃশ্য দূষণ সর্বত্র আজ দূষণে ভরে যাচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে পৃথিবী থেকে কীটপতঙ্গ সহ কয়েক হাজার প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা এখন কেবল গবেষণার ফসিলে পরিনত হয়। জন বিস্ফোরণে পৃথিবী আজ দীর্ঘ নাভিশ্বাসে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাঁচা- মরণের মাঝে আমরা আটকে পড়ে আছি। মাঝে মাঝে ভাবি -বেঁচে আছি? চিমটি কাটি নিজেকে-লাগে? অবস হয়ে যাই নি? এমন একটা মারণ পৃথিবীতে আজ আমাদের অস্তিত্বটুকু শুধু টিকে আছে। ভাবি এতো সুন্দর পৃথিবীকে কে এতো অসুন্দর করে তোলে? আগের মতো নদী গান গায় না। ঝর্ণা সুর তোলে না। বৃষ্টির শব্দে রোমাঞ্চ লাগে না। ফুলের সৌরভে, পাখির কূজনে ঘুম ভাঙ্গে না। বসন্তে প্রেমের ছোঁয়া লাগে না। এখন পৃথিবীটা কেমন ছন্নছাড়া, হতাশাগ্রস্ত লাগে।

আমাদের লোভ ,হিংসা, দ্বন্দ্ব, জিঘাংসা-ই আমাদের মৃত্যুর অনিবার্য কারণ হয়ে ওঠে। আগে আমরা বনে পশু শিকার করতাম পেটের টানে। এখন আমরা লোকালয়ে মানুষ শিকার করি লোভের বশে। মনুষ্যত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। প্রেমহীন এই পৃথিবী কেমন করে বেঁচে থাকে? প্রেমহীন জীবন নিয়ে কখনো বেঁচে থাকা যায়? বিলুপ্ত প্রাণীদের মতো আমরাও একদিন বিলুপ্ত হবো এই গ্রহ থেকে। এই নীল গ্রহ একদিন বিষে বিষাক্ত হয়ে নীলচে হবে কখনও ভাবা যায়! সমুদ্র মন্থনের সময় যে হলাহল উঠেছিল শিব ঠাকুর পান করে নীলকণ্ঠ হয়। বেঁচে যায় আমাদের পৃথিবী। কিন্তু এখন পৃথিবীর এই বিষ পান করে কে নীলকণ্ঠ হবে? কে বাঁচাবে আমাদেরকে ? 'মেঘে ঢাকা তারা'র মতো 'দাদা আমি বাঁচতে চাই 'বলে চিৎকার করলেও তখন আর কেউ থাকবে না আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে। মৃত্যুর হাত ধরে তখন আমরা বিদায় নেব এই পৃথিবী থেকে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অথ পুরোহিত পাণ্ডিত্য কথা

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালি ঘোষপাড়ায় হোম গ্রীন অ্যাপার্টমেন্টে আমরা প্রায় দু'শ লোক থাকি। এখানে এবার দুর্গাপুজো তৃতীয় বর্ষের। প্রথমবার অর্থাৎ ২০২১ সালে যাঁকে পৌরহিত্য করতে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁর কাজ দেখে আমরা সবাই হতাশ। পুজো করার এক শতাংশ কাজ তিনি জানতেন না। ২০২২ সালে যাঁকে পৌরহিত্য করতে নিযুক্ত করা হয়ছিল তিনি তাঁর উত্তরসূরী। তাঁর হাতের লেখা ফর্দে দেখেছিলাম দুর্গা বানান লিখেছিলেন দুর্গা। দুর্বো বানা দুর্বো। চণ্ডীপাঠ করেছিলেন অর্গলা স্তোতম থেকে শুধু রূপং দেহি যশো দেহি ঐ চারটি শব্দ কয়েক মিনিট পাঠ। তারপর চণ্ডীপাঠ শেষ। বলিদান করেছিলেন উল্টোদিকে, দুর্গা প্রতিমাকে ডান দিকে রেখে। বলিদান নির্দিষ্ট সময়ের পর। ২০২৩ সাল যাঁকে পৌরহিত্য করতে নিযুক্ত করা হয়েছিল আমরা শুনেছিলাম তিনি একজন অভিজ্ঞ পুরোহিত। তিনিও পূর্বোক্ত দুই পুরোহিতের উত্তরসূরী আমি নিশ্চিত ছিলাম তাই একটা কগজে লেখা ক'টা প্রশ্ন উত্তর পাওয়ার প্রতীক্ষায় তাঁর হাতে দিয়েছিলাম ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। প্রশ্নগুলো ছিল যথাক্রমে —

১। দুর্গা শব্দে জড়িয়ে আছে দ উ র গ আ পাঁচটা অক্ষর। এই পাঁচটা অক্ষর অনুযায়ী অর্থ।
২) বলিদানের সঠিক সময় কখন।
৩। দুর্গাপুজোর প্রধান চণ্ডীপাঠ। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের শ্রীশ্রী চণ্ডীর চণ্ডীপাঠের বিধি অধ্যায়ে চার পাতায় নবার্ণ মন্ত্রঃ আছে। নবার্ণ মন্ত্রে নয়টি বর্ণ আছে। বর্ণগুলো দেখিয়ে দিতে।
৪) আপনার যে বেদ ত কেন মন্ত্র থেকে সৃষ্টি।
৫) মহালয়া শব্দের অর্থ।
৬) কোন তারিখ থেকে কোন তারিখের মধ্যে দুর্গাপুজো হয়।
৭) এটা কেন যুগ।
৮) দেবী দুর্গার বাপের বাড়ী তো স্বর্গে। তাহলে চারদিন তিনি বাপের বাড় স্বর্গে না গিয়ে মর্তে আসেন কেন। এমন ক'টা প্রশ্ন। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমার বয়স ৯১, যদি আমি আপনার কাছ থেকে উত্তরগুলো নিতে আসতে না পারি তাহলে পুজো কমিটির শান্তি সাহার হাতে উত্তরগুলো দেবেন। উক্ত কাগজটা তিনি ফেরৎ দেন নি। উত্তরগুলো দেবেন কি করে। তিনি বা তাঁর পিতৃকূ, মাতৃকূল বা শ্বশুরকূলের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

যাই হোক ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর সাথে চণ্ডীপাঠ করতে গিয়ে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এবং তাঁর সম্পাদনা করা শ্রীশ্রী চণ্ডীর শ্রাদ্ধ শান্তি ভালভাবে করে পূজা শেষে ১২/১৪ হাজার দক্ষিণার সাথে যা তাঁর পাওনা নয় সেই খান পনেরো কাপড়, খান পনেরা গামছা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দুটো বস্তায় ভরে লেফ্ট রাইট করতে করতে বাড়ীর পথে পা বাড়ান। আগেকার দিনে একটা কথা প্রচলিত ছিল যারা লেখাপড়া শেখে নি তারা দারোগাগিরি করে খেত। এখনকার দিনে আমরা দেখছি যারা লেখা পড়া শেখে নি তারা পুরুতগিরি করে খায়। এদের লেখাপড়া জ্ঞান বড়ো জোর ক্লাস টু। অর এই পুরুতদের কাজ দেখে যজমানরা এক পার্সেন্ট খুশি জানি না তাঁদের অজ্ঞতায় না বিজ্ঞতায়। আর একশ পার্সেনটড খুশি সফল পুরুত তাঁর ধূর্তামি চাতুর্য এবং চালাকির দক্ষতায়। এ প্রসঙ্গে জানাই পুজো করার ক'টা পদ্ধতি দেখে নিয়ে ব্রাহ্মনের পদবী বল এবং নিজেকে পুরোহিত পরিচয় দিয়ে পুজো শুরু করেছেন বহু অব্রাহ্মন যুবক যজমানের অজ্ঞতায়। তৃতীয় বছর অর্থাৎ এ বছর যিনি পৌরহিত্য করলেন তাঁর সম্পকে মন্তব্য যা পলায়তি স জীবতি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রতিবাদে এলেও নজরুল স্মৃতিতে গেলেন না নাতনি

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: বেশ কিছুদিন আগে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের লেখা এবং সুর দেওয়া 'কারার ওই লৌহ কপাট...' গানটি একটি সিনেমায় বিকৃত করে উপস্থাপন করার অভিযোগ ওঠে অস্কারজয়ী সংগীত শিল্পী এআর রহমানের বিরুদ্ধে। আর তখনই গর্জে উঠেছিল দুই বাংলার আপামর নজরুল প্রেমীরা। জানা গিয়েছিল, নজরুল ইসলামের পরিবারের একাংশ এই গানটির কপিরাইট বিক্রি করেছিল। কিন্তু গান বিকৃত করার অভিযোগে প্রতিবাদ এখনও বন্ধ হয়নি। নজরুল ইসলামকে নিয়ে যে ছেলেখেলা করা যায় না তা যেন এখনও বুঝিয়ে দিচ্ছেন নজরুল প্রেমীরা।

রবিবার আর এক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে শত কণ্ঠে পরিবেশিত হল 'কারার ওই লৌহ কপাট...' গানটি। পাশাপাশি বাগনানের বাঙালপুর মোড় থেকে এক পদযাত্রায় এই গানটি প্রকৃত স্বরলিপি সহ পরিবেশন করে প্রতিবাদ জানালেন বিশিষ্টজনেরা। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলামের দৌহিত্রী সোনালি কাজি। জানা গিয়েছে, এদিন প্রতিবাদ মিছিল ছিল বাঙালপুর মোড় থেকে, আর আগুনসিতে বেলতলায় ১৯২৬ সালে বাগনান থেকে পায়ে হেঁটে গান গাইতে গাইতে এক সভায় এসেছিলেন কবি নজরুল।

সেই স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে নজরুল স্মৃতিরক্ষা কমিটি কিছুদিন আগেই আগুনসিতে দ্বারিকানাথ মিত্রের বাড়ির কাছে চাঁদা তুলে স্থাপন করেছেন নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তি। রবিবারের অনুষ্ঠানে আগুনসি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে আরব বাজার এলাকায় পদযাত্রা শেষ হলে অবাক হয়ে যান এলাকার নজরুল প্রেমীরা। নজরুল ইসলামের মূর্তিতে শ্রদ্ধা না জানিয়েই ফিরে গেলেন নজরুল দৌহিত্রী।

বলাই বাহুল্য এই মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন নজরুল স্মৃতিরক্ষা কমিটির বেশ কয়েকজন। তাঁরা অনুরোধ জানালেও উদ্যোক্তারা সে কথা নজরুল দৌহিত্রীর কানে তুলেছিলেন কিনা - দিনের শেষে এই প্রশ্নই উড়তে শুরু করে। আর এতেই কার্যত নজরুল ইসলামের পরিবার দু'ভাগে বিভক্ত বলে আক্ষেপ করেছেন খোদ নজরুল প্রেমীরাই। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভুল হয়ে গেল বিলকুল? ভাগ হয়ে গেল নজরুল? উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল বাগনান গ্রামীণ কৃষি কল্যাণ সমিতির ব্যানারে। বাগনানের এক মহিলা বিকাশ কেন্দ্রের সভাঘরে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ে পথচলতি মানুষকে মিষ্টিমুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ সহ তেলেঙ্গানায় রবিবার বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল বের হয়েছে। এর মধ্যে তেলেঙ্গানা ছাড়া রাজস্থান,মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে সরকার গড়তে চলছে বিজেপি। এই ফলাফল দেখে বিজেপির নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকদের উৎসব শুরু হয়ে যায়। সেই উৎসবের প্রভাব পড়ল বাংলাতেও। আরামবাগ শহরেও বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কোথাও চলে মিষ্টি বিতরণ তো আবার কোথাও চলে আবির খেলা।

বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী এবং অন্যান্য সমর্থকদের মুখে একটাই নাম নরেন্দ্র মোদি। এই জয়ের উল্লাসের ছবি দেখা গেল রবিবার দুপুরে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায়। তিন রাজ্যে ভোটে জিততেই বিজেপি আরামবাগ সংগঠনিক জেলা ও পুরমন্ডলের পক্ষ থেকে দৌলতপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের পথচলতি মানুষদের মিষ্টিমুখ করাতে দেখা গেল বিজেপি নেতৃত্বকে। দৌলতপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে দলীয় নেতা কর্মী সহ সমর্থকদের গেরুয়া আবির খেলার পাশাপাশি বাজি ফাটাতে দেখা যায়।

সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরমণ্ডলের সভাপতি তথা কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ, সৌভিক কুন্ডু, এসসি মোর্চার শহর সভাপতি সঞ্জীব হেলা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। আনন্দ উল্লাসের পাশাপাশি জেলা কার্যালয় থেকে পল্লিশ্রী মোড় পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্র সহকারে মিছিল হয়।

তিন রাজ্যের বিজেপির জয় প্রসঙ্গে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুড়শুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'এই ফলাফল হচ্ছে আইএনডিআইএ যে ঘোট, সেই মহাঘোটের ফল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানার কিছু অংশ সহ সবাই মোদিজিকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করেছে। চোর চিটিংবাজদের জোটকে বিশ্বাস করে না। সেটা আজ প্রমাণ করে দিয়েছে এই ফল। আগেও বলেছি ভারত মোদিজির ওপর ভরসা করতে চায়। কোনও জোট ঘোটকে ভরসা করতে চায় না। এই ফলাফল আপনাদের সামনে। আগামী দিনে মহারাষ্ট্রে ভোট সেখানেও এরকমই ফলাফল হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ প্লাস সিট পাবে বিজেপি। বাংলা থেকে এবার তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।' সবমিলিয়ে তিন রাজ্যে বিজেপির এই জয়ে খুশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব সহ কর্মীরা।

স্ত্রীর কান কামড়ে ছেঁড়ার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্ত্রীর কান কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে মারধরের পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামী ও তাঁর দলবল শ্বশুরবাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। শনিবার রাতের এই ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ জানাতেই অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার চৌকিমির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কোরিতলা এলাকায়। রাতেই ওই গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই ওই গৃহবধূর কানের অস্ত্রোপচার হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগে প্রতিবাদ করেছিলেন স্ত্রী। আর তারই জেরে এই ঘটনা বলে দাবি।

কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই রোগীর বাম কানের নীচের একটি অংশ ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জোড়া দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই গৃহবধূকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত গৃহবধূর প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত গৃহবধূর নাম রিনা খাতুন (২৬)। অভিযুক্তের নাম রফিকুল শেখ। দীর্ঘদিন আগেই তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের নাবালক দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই রিনা খাতুনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন তাঁর স্বামী রফিকুল শেখ বলে অভিযোগ। এর জন্যই কয়েক মাস আগে বাবার বাড়ি চলে আসেন ওই গৃহবধূ।

আক্রান্ত গৃহবধূ রিনা খাতুন পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে গ্রামেরই কোন এক মহিলার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। সেটা তিনি জানতে পেরে প্রতিবাদও করেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই তাঁকে খুনের হুমকি দিচ্ছিলেন স্বামী রফিকুল শেখ। এমনকি গলায় গামছা জড়িয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর প্রাণভয়ে নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন রিনা খাতুন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, শনিবার রাতে অভিযুক্ত রফিকুল শেখ দলবল নিয়ে অতর্কিত তার শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়। সেখানে গোলমাল বাধাতে শুরু করে। এরপরই স্ত্রীকে মারধর করার পাশাপাশি শ্বশুরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় অভিযুক্ত রফিকুল শেখ। মারধর করার পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর বাম কান কামড়ে কেটে দেন। এরপরই ওই মহিলা ও তাঁর পরিবারের আর্ত চিৎকারে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। তাঁরাই রফিকুল শেখকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এরপরই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিবাদের জেরে এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আল্ট্রাটেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: আল্ট্রাটেক সিমেন্ট কোম্পানির খড়গপুর ডিপো সম্প্রীতি লাজ, কৌশল্যাতে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল, যাতে মোট ১৬০ জন লোককে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কোম্পানির ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ যোগেশ বেহরা জানান, যে কোম্পানি প্রত্যেককে তার পরিবার হিসাবে বিবেচনা করে এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রথমবারের মতো খড়গপুরে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের ডিলাররা সহযোগিতা করেছেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মোট ১৩৫ জন রাজমিস্ত্রি এবং স্থানীয় লোকদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। কোম্পানির টেকনিক্যাল ইনচার্জ সুমন কোলে জানান, অ্যাপোলো, নারায়ণি সহ অন্যান্য হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, যেখানে ইসিজি, ডেন্টাল, চোখের ফিজিওথেরাপি, সুগার ও প্রেসার পরীক্ষা করা হয় এবং অভাবিদের বিনামূল্যে চশমাও বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামপুরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ামারা পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা পার্থ দাস (৩৮)। শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকেই দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার দেহের ময়নাতদন্ত হয় শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, পার্থ জমি কেনাবেচার ব্যবসা করতেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, জমি কেনাবেচার কাজে বেশ বড় অঙ্ক ধারদেনা করে ফেলেছিলেন পার্থ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লকডাউনের সময় ব্যবসায় মন্দা চলায় ধার করতে হয়। এদিকে পাওনাদাররাও সেই টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন বলে দাবি এলাকার একাংশের। মৃতের প্রতিবেশী প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপকুমার দাসের দাবি, পার্থ বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগছিলেন। এলাকায় জমির দালালি করতেন। তাতেই ঋণে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে ঋণ করেছেন বলে পাওনাদাররাও টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সব মিলিয়ে মানসিক চাপ বাড়ছিল।

শুক্রবার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে যান পার্থ। সূত্রের খবর, মা সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে গেলে মায়ের কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন তিনি। মা কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বলে জানান প্রদীপকুমার দাস। একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে পার্থর ঘর থেকে। পার্থর ভাই দিল্লিতে চাকরি করেন। দাদার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন তিনি। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে উদ্যোগে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুল ময়দানে রবিবার শেষ হলো বাংলা মোদের গর্ব এর অনুষ্ঠান। গত ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার দুপুরে বর্ধমানের গুপ্তা ম্যারেজ হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও ছটপূজার শেষে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, শ্রমিক নেতা ইফতেকার আহমেদ সহ অনান্যরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট শ্রমীক কর্মচারী ইউনিয়নের বর্ধমান জেলার সভাপতি সুরেন্দ্র শর্মা জানান, তাঁরা ২০১৯ সাল থেকে এই বিজয়া সম্মেলনটা করে আসছেন। প্রত্যেক বছর তাঁদের বাস মালিক, শ্রমিক এবং বর্ধমানের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে এই বিজয়া সম্মেলনটা করেন। বিধায়ক খোকন দাস জানান, বিভিন্ন জায়গায় বাস চালক,খালাসি, কেউ আহত হন, কেউ আবার মারা যান। তাঁদের পরিবারকে এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রত্যেক বছরই কিছু আর্থিক সাহায্য করা হয়।

পুলিশের গাড়ির সাইরেনের ভুয়ো আওয়াজে পালাল চোর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: চুরি করতে এসে পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ শুনে ভয়ে পালাল চোর! যদিও পুলিশের গাড়ির সেই সাইরেন বাজানো হয়েছিল মোবাইলে। বাড়ির সকলের উপস্থিত বুদ্ধির জেরে বড়সড় চুরির হাত থেকে রেহাই পেলেন পানগড় বাজারের এক পরিবার। এমনটাই দাবি পরিবারের।

জানা গিয়েছে, পানাগড় বাজারের গুরুদুয়ারের পিছনেই দোতলা বাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা সিপিএম নেতা ওমপ্রকাশ আগরওয়াল। তাঁর দাবি, শনিবার রাত ২টো নাগাদ একদল চোর তাঁর বাড়ির সদর দরজা ভেঙে চুরি করতে ঢোকে। আওয়াজ শুনে বাড়ির সিসিটিভিতে নজর দিতেই তাঁরা দেখতে পান বাড়ির ভিতর চোর ঢুকেছে। চোরের দল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রুমের দরজা খোলার চেষ্টা করতেই ওই বাড়ির ছেলে সত্যপ্রকাশ আগরওয়াল মোবাইলে জোরে পুলিশের সাইরেন বাজাতে শুরু করেন আর রুমের দরজা ধরে চিৎকার করতে থাকেন যে পুলিশ এসে গিয়েছে। তা শুনেই পালিয়ে যায় চোরের দল।

রাতভর গোটা পরিবার আতঙ্কের মধ্যেই কাটায়। পরে সকাল হতেই এক এক করে প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পারলে বাড়ির সামনে ভিড় জমতে থাকেন। খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নামে। বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চোরের দলকে ধরতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও বাড়ি থেকে কোনও কিছু চুরি না হলেও গোটা ঘটনায় আগরওয়াল পরিবার সহ এলাকার

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৩১৯২০)
ক্যানাল সাউথ রোড শাখা সেক্টর-এ/৭৬, মেট্রোপলিটন কো-অপা. হাউজিং সোসাইটি লিঃ, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০১০৫, ই-মেল: sbi.31920@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই ক্যানাল সাউথ রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী ছবি পাল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১১.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ১৬.১৬০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৮৬০ গ্রাম	১টি নেকলেস
২.	১১.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ২৭.৭২০ গ্রাম নিট ওজন ৯.৭২০ গ্রাম	২টি গালা সহ বালা
৩.	১১.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৫.০৪০ গ্রাম নিট ওজন ৪.৬৩০ গ্রাম	২টি কানের দুল
৪.	১১.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৩.২৪০ গ্রাম নিট ওজন ২.৯৮০ গ্রাম	১টি চেন

তারিখ:০৪/১২/২০২৩
স্থান: ক্যানাল সাউথ রোড

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কল্যাণী আই.জি.সি শাখা (০৬৭০১)
এ-৯/১২ (এস) কল্যাণী, জেলা: নদিয়া- ৭৪১২৩৫। ফোন নং: ০৩৩২৫৮০৯৩৭৫
ই-মেল : sbi.06701@sbi.co.in
অনুমোদিত অফিসার : মিজ নিবেদিতা শীল, মোবাইল নং ৮০০১১৯৪৫৯৬

গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে **১৩.১২.২০২৩** তারিখে (বুধবার)। **ইচ্ছুক ক্রেতাদের ০৮.১২.২০২৩ তারিখে (শুক্রবার) সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামের দরপত্র খোলা হবে ১৩.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২:০০টায় থেকে দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত এসবিআই, কল্যাণী আই.জি.সি, নদিয়া, এ-৯/১২ (এস) কল্যাণী, জেলা: নদিয়া- ৭৪১২৩৫ -তে। যোগাযোগ নং : ৮০০১১৯৪৫৯৬**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)
১.	তৈরি এবং মডেল: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, HYUNDAI EON ERA+, BS IV, রেজিস্ট্রেশন নং. WB90C7747, রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ২৯.১১.২০২৩, ইঞ্জিন নং. : G3HAHM528047, চেসিস নং. : MALA251ALHM574930, মালিকের নাম: শ্রী জয়দেব ঘোষ	২০১৭	১,৪২,৭৭৩.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের (**ইএমডি ১৪,২৭৭.৩/-**) ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা "**এসবিআই, কল্যাণী আই.জি.সি শাখা**"-র অনুকূলে **১১.১২.২০২৩ তারিখে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত** নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "**এসবিআই, কল্যাণী আই.জি.সি শাখা**" বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।

তারিখ : ০৪.১২.২০২৩
স্থান : কল্যাণী, নদিয়া

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা শাখা (১৭৮৯৯)
৩এ/ ৪৪ এক্স, ৪ চতুর্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, তারাতলা, কল-৭০০০৫৩। ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঠিকানা ও শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**ইরফান খান এবং আফরিন নাজ** ৬/সি/এইচ/৫ কনভেন্ট লেন, পোস্ট ও থানা- ট্যাংরা, কলকাতা- ৭০০০১৫ এবং প্রিমিসেস নং-২০ সোনামুখী রোড, ভূত নাত অ্যাপার্টমেন্ট ৩য় তল, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬১ **এছাড়াও এখানে-** স্ক/৫/এইচ/৬ মতিঝিল লেন, হাজরা মসজিদের কাছে, এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৫	**তফসিল "সি" অংশ - ১ :** চার্জের প্রকৃতি- ন্যায়সঙ্গত বন্ধক **অংশ-২** **টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।** বই নং-আই, সিডি ভলিউম নং ১৬০৪-২০২২, পৃষ্ঠা নং -২৫৭২২০ থেকে ২৫৭২৫২, বিয়িং নং ১৬০৪০৮১৬৪ সাল- ২০২২, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২ ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ -তে রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী: ইরফান খান ও আফরিন নাজ** **উপরে উল্লিখিত উক্ত সম্পত্তির প্রথম তফসিল** জি+৩ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় সামনের দিকে কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের লিফট সুবিধা ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সকল যার মধ্যে আছে ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, খোলা রান্নাঘর, ২টি টয়লেট যা উল্লিখিত তফসিল "ক" -এর উপর নির্মিত এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২০ হিসাবে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত , সোনামুখী রোড, কলকাতা-৭০০০৬১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭ থানা- ঠাকুরপুকুরের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উত্তরে :** খোলা আকাশ/ শ্রী শ'-এর বাড়ি; **দক্ষিণে :** অন্য ফ্ল্যাট/ শশী নস্করের পুকুর; **পূর্বে :** সিঁড়ি ও নিতাই মাইতির অন্যান্য ফ্ল্যাট/বাড়ি; **পশ্চিমে:** খোলা আকাশ /সোনামুখী রোড।	**সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশের তারিখ** ২২/১১/২০২৩ **এনপিএর তারিখ** ০৯/১০/২০২৩	**হাউস বিল্ডিং মেয়াদী লোন- অ্যাকাউন্ট নং- ৪১১৩৪১২৫৩১০ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নম্বর ৪১১৩৪০৮৩৬১৬** (১৭,৯৫,৯৪৬/- **টাকা** (সতেরো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র মাত্র) ২২.১১.২০২৩ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ০৪.১২.২০২৩, স্থান: বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

NOTICE

Election of 10 Directors
of the
HAPPYNOOK COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD,
EKTP PH-IV, Kolkata 700107,
will be held on
7th January, 2024
at the Society premises.
Details are available at the society office from:
Mr. Joydev Giri (Caretaker),
Mr. Sukamal Biswas (ARO),
Ms Chayanika Daw (ARO).

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Kharagpur, Paschim Medinipur
Probate Case No. 05/2023
K. Pawan Kumar ……. Petitioner
Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed by **D. Rabindra Nath** S/O - Late D. L. N. Pathak of Sonamukhi, Kharagpur (Town) in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

Schedule
Dist - Paschim Medinipur, Police Station - Kharagpur (Town), Mouza - Sonamukhi, J.L. No. 188, Hal Ward No. 29, R.S. Khatian No. 613, R.S. Plot No. 1086, 10 Decs. Mouza - Sonamukhi, Khatian No. 610, Plot No. 1083, Area - 27 Decs **Total = 37 Decs**, Bastu Land and One incomplete double storied Pucca house and boundary wall on all sides.

By Order
Madan Mirshra
Sherestadar
District Delegate, Kharagpur
Paschim Medinipur, 22.11.23

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Kharagpur Paschim Medinipur
Probate Case No. 04/2023
Sri Akshat Gupta …..Petitioner
Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed by Rajesh Gupta S/O - Late Ram Narayan Gupta in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

Schedule
(A) Schedule of immovable Properties
(1) Deed No- I-6965 dated 29.12.2004 registered at A.D.S.R. Kharagpur Dist - Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (Town), Mouza - Dewanmaro no 1, J.L. No. - 88, Khatian No. 04, old plot no.- 201, R.S. plot no. 101, Area = 4.5 dec. Bastu Land. **2) Deed No. I-2501** dated 26.03.2008 registered at A.D.S.R Kharagpur Dist - Paschim Medinipur, P.S. - Kharagpur (Town), Mouza Nimgeria Patna, J.L. No. 193, R.S. Khatian No. - 41, Plot No. - 318, Area = 1.50 dec. of Bastu Land. **3) Deed No.- I-6531** dated 29.09.2011 registered at A.D.S.R. Kharagpur Dist - Paschim Medinipur P.S. - Kharagpur (Town), Mouza - Inda, J.L. No. - 232, Modified Khatian No. - 776, R.S. Dag No. – 321, Area= 5 dec. **4) Deed No. I- 2271/2012**, dated 28.03.2012 registered at D.S.R-I, Paschim Medinipur, Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza - Changual, J.L. No. - 360, L.R. Khatian No. 816, L.R. Plot No. 844, Area - 22 Decs. **5) Deed No. I-78** dated 07.01.2013 registered at A.D.S.R Kharagpur Dist -Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (Town), Mouza - Taljuli, J.L. No. 239, R.S. Khatian No. - 327, L.R. Khatian No - 690, Revenue Survey no. - 6181, Touzi No - 2896, Municipal Ward No - 28, C.S. Plot No. 58, R.S. Plot No 83, L.R. Plot No 97 & 98 measuring 04.90 dec of Bastu Land.
(B) Schedule of Moveable property
(1) One LICI Policy vide policy no. – 459684664, sum assured = 4,00,000/-, **(2) One Bond Certificate** of Rural Electrification Corporation Ltd. vide folio no. - 308875, Certificate no. - 308875, series - 54EC-XII.

By Order
Madan Mishra,
Sherestadar
District Delegate, Kharagpur
Paschim Medinipur, 23.11.23

বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রের, আহত আরও ২, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া পণ্য বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দশম শ্রেণির এক ছাত্রের। আহত হয়েছেন আরো দু'জন। আহতদের মধ্যে আরও এক ছাত্র এবং এক পথচারী রয়েছে। দুই আহতকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। রবিবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সালেপুর এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যু এবং আহতের পর ঘাতক চালকের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পুলিশের সামনেই বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম আদিল মৌমিন (১৬)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার দারিয়াপুর মোমিন পাড়ায়। সে স্থানীয় মাদ্রাসার দশম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। আহত হয়েছে মৃতের বন্ধু তৌফিক আনসারি (১৬)। সেও স্থানীয় মাদ্রাসার দশম শ্রেণিতে পাঠরত। এছাড়াও কুদ্দুস আলি নামে এক পথচারীও গুরুতর জখম হয়েছেন। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, ওই দুই ছাত্র এদিন সকালে রাস্তার ধার দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল। সকালে বাড়ি ফেরার সময় মুর্শিদাবাদ থেকে মালদাগামী একটি বেপরোয়া আলু বোঝাই লরি তিনজনকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আদিল মৌমিন নামে ওই ছাত্রের। ঘটনায় আহত আরো দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে ওই এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে চালক। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উত্তরকাশীর টানেলের বীভৎস অভিজ্ঞতা কাটিয়ে পুরশুড়া ফিরল সৌভিক ও জয়দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে ১৭ দিনের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর উত্তরকাশীর টানেল থেকে বের হওয়ার পর রবিবার বাড়ি ফিরলেন আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ার দুই যুবক সৌভিক পাখিরা ও জয়দেব পরামানিক। তাদের এই বাড়ি ফেরাতে সকাল থেকেই উচ্ছ্বসিত পরিবারের লোকজন থেকে বন্ধুবান্ধব ও গ্রামবাসীরা। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি তাকে ফুলের তোরা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৭ দিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে কেবলই চোখের জলে প্রার্থনা করে গেছেন মা। বর্তমানে চরম অসুস্থ জয়দেব পরামানিকের মা তপতি। ১৭ দিন ধরে কেবলই প্রার্থনা করেছেন উত্তরকাশীর টানেল থেকে ছেলের মুক্তির। ছেলে মুক্তি পেয়েছে। সারা দেশজুড়ে উৎসবের শেষ নেই। এদিন পুরশুড়ার দুই পরিবারেও উৎসব দেখা গেল। আনন্দ অশ্রু দেখা গেল দুই মায়ের চোখে। ফেসবুকের পাতায় পাতায় ভারতের তেরঙ্গা পতাকায় উড়ছে মুক্তির শপথ। এই বিষয়ে সৌভিক পাখিরার মা লক্ষ্মী পাখিরা বলেন, খুবই ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। জয়ী হয়ে ও বাড়ি ফিরেছে। আশীর্বাদ করি, ও দীর্ঘজীবী হোক। সৌভিক পাখিরা ও জয়দেব পরমানিকের বাড়িতে উৎসবের মেজাজ থাকলেও টানেলের মধ্যে ১৭ দিনের বীভৎস অভিজ্ঞতা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল স্থানীয় মানুষ। এই বিষয়ে জয়দেব পরমানিক বলেন, কাজ করতে করতে হঠাৎ ধস নেমে টানেল বন্ধ হয়ে যায়। টানেলের ভেতরে তাস খেলে, হাসি মজা করে এবং চোর পুলিশ খেলে সময় কেটেছে। খাবারের কোনও অভাব হয়নি। কোম্পানি আবার ডাকলে কাজে ফিরব। অপরদিকে সৌভিক পাখিরা বলেন,পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা হবে, খুবই ভালো লাগছে। আমরা টানেলে ভেতরে কাজ করছিলাম। তারপর শুনলাম ধস নেবে টানেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোম্পানি থেকে শুরু করে সকলে সাহস জুগিয়েছে। প্রচন্ড টেনশনের মধ্যে ছিলাম। পরিবারের সঙ্গে কথা হওয়ার পর মনে জোর পাই। আবার কোম্পানির কাজে যাব। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখমন্ত্রী সকলকেই ৪১ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের পাশে ছিলেন। প্রশাসনের সার্বিক প্রচেষ্টায় শ্রমিকরা উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ যজ্ঞ করে বলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুরশুড়ার দুই যুবক বাড়ি ফিরেছে। আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে সর্বদা ওদের পরিবারে পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে নেতৃত্ব দিয়ে ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করেছেন। ভারতবাসীর হিসাবে এটা খুব গর্বের। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, আমরা ওই দুই পরিবারের পাশে ছিলাম এখনও আছি। সাংসদ অপরূপা পোদ্দার দুই পরিবারের সঙ্গেই দেখা করেছেন। প্রয়োজনে কর্মসংস্থানের কথাও ভাবা হচ্ছে। ওই দুই যুবক যা সিদ্ধান্ত নেবে সেইভাবেই ওদের পাশে থাকা হবে। সবমিলিয়ে সৌভিক পাখিরা ও জয়দেব পারামানিক ১৭ দিনের বীভৎস অভিজ্ঞতা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসায় খুশির জোয়ার পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিবেশী মহলে।

প্রতিশ্রুতি পূরণ মুখ্যমন্ত্রীর, অপরূপ সাজে বনবিবির মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায়

সুমন তালুকদার

বারাসাত: প্রিয় 'মমতা দিদির' কাছে সুন্দরবনবাসীর আবদার ছিল বনবিবির মন্দিরটি সংস্কার করার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট সফরে গিয়ে বনবিবির মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্দিরের সংস্কারের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক বছরের মধ্যেই এক অপরূপ সাজে সাজল বনবিবি মন্দির। এখন শুধুমাত্র উদ্বোধনের অপেক্ষা।

সুন্দরবনের জলে-জঙ্গলে সর্ব ধর্মের মানুষের কাছেই খুব জাগ্রত বনবিবি। কথিত আছে, 'রাখে বনবিবি, মারে কে'। খাঁড়ি, বাদাবন আর মউলি-মেছুয়ার জঙ্গলে এই বনবিবি একমাত্র রক্ষাকর্তা। তাই সুন্দরবনের মানুষের কাছে এই মন্দিরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। গত বছর নভেম্বর মাসে বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামশেরনগরে প্রশাসনিক সভায় যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখানে স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল, বনবিবির মাটির কাঁচা থানটিকে যেন পাকা করে দেন তাদের প্রিয় দিদি। সেই দাবিমতো ২৯ নভেম্বর ২০২২ সালে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনবিবি থানটির শিলান্যাস করেন। আর সেই দাবি মতো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বনবিবির থানটি নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বছর ঘুরতেই সুন্দরবনের জঙ্গলের খাঁড়ির পাশে নতুন সাজে সেজে উঠছে বনবিবি মন্দির। সুন্দরবন এলাকার মানুষ জীবিকার সন্ধানে জলে-জঙ্গলে যাওয়ার আগে বনবিবিকে পুজো দিয়ে তারপর বেরিয়ে পড়ে। আবার ফিরে আসার সময় বনবিবির আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফেরে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সামশেরনগরের কুঁকড়েখালি জঙ্গল ও নদীর পাশে এই বনবিবির মন্দির যেন সুন্দরবনের হৃদপিণ্ড। কথিত আছে, বনবিবির থান হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এখানে পুজো দেন। ১৫ হাজার ভোটারের বাসস্থান কালীতলা পঞ্চায়েত রাজ্যের প্রত্যন্ত পঞ্চায়েত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুন্দরবনের খাঁড়ি লাগোয়া বনবিবির মন্দির। মন্দির সংলগ্ন খাঁড়ির ওপারে বাঘ সংরক্ষিত এলাকা বা বাফার জোন। বনবিবির মন্দিরে পুজো দিয়ে মধু সংগ্রহ করতে বা কাঁকড়া ধরতে যান এলাকার বাসিন্দারা। এমন প্রত্যন্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে শিলান্যাস হওয়া মন্দির নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলায় স্থানীয় বাসিন্দারা উচ্ছ্বসিত। জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানান, মন্দিরের নতুন ভবন, আলো সহ সবকিছু করতে খরচ হয়েছে মোট ৭০ লক্ষ টাকা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ করা হয়েছে। এখন মন্দিরটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বকেয়া টাকার দাবিতে প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে রবিবারও আন্দোলনে নামল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিকেলে পানাগড় বাজারে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার অনৈতিক ভাবে রাজ্যের মানুষের ১০০ দিনের বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে। যেখানে কেন্দ্রের পাঠানো তদন্তকারী দল স্পষ্ট জানিয়েছে যে রাজ্যে ১০০ দিন নিয়ে কোনও দুর্নীতি হয়নি। তারপরেও কেন্দ্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে রাজ্যের মানুষের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। তাই রাজ্যের মানুষের বকেয়া টাকার দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পথে নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। যতদিন না কেন্দ্র রাজ্যের মানুষের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে, ততদিন তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিন পানাগড় বাজারে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত

ছিলেন কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান নাসিম হায়দার মল্লিক, কাঁকসা ব্লকের হিন্দি প্রকোস্ট সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লাল্টু চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

পাণ্ডুয়ার সায়ন মুর্মুকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কুর্নিশ

বনস্পতি দে ● হুগলি

পা দিয়ে লেখা, পা দিয়েই খাওয়া। জন্ম থেকে দু' হাত নেই সায়ন মুর্মুর। ছেলেকে নিয়ে মায়ের লড়াই চলছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সায়ন বুঝে গিয়েছিল, আর পাঁচ জনের মতো সে নয়। তার যে দুটো হাতই নেই। ভরসা কেবল দুই পা। তাই হাতের সমস্ত কাজই তাকে করতে হয় পা দিয়েই। সে খাওয়াই হোক, কিংবা চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ানো কিংবা লেখাপড়া। ছোট্ট সায়নের এই লড়াইয়ের সঙ্গী তার মা। পড়াশোনা শেখানো তো বটেই, জীবন নির্বাহের প্রাত্যহিক কাজকর্ম কী ভাবে কেবল দুটো পায়েই করতে পারে সায়ন, তারও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন নিরন্তর। সায়নের মায়ের ইচ্ছা, তার ছেলে বড় হয়ে শিক্ষক হোক। সায়ন অবশ্য এসব ভাবার জন্য এখনও নিতান্তই ছোট। রবিবার বশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে হুগলির পাণ্ডুয়ার সায়ন মুর্মুকে কুর্নিশ জানানো হল।

পাণ্ডুয়ার পোটবা গ্রামের দীপঙ্কর ও প্রতিমা মুর্মুর ছেলে সায়ন মুর্মু। রানাগড় হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে সে। দাদার সঙ্গে স্কুলে যায়, আবার কোনও সময় মা সঙ্গে করে নিয়ে যান। সায়ন জন্মানোর পরই প্রথমবার তাকে দেখে মায়ের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল। কী ভাবে এই সন্তানকে বড় করবেন তিনি! সময় লেগেছিল ধাতস্থ হতে। সবার আগে প্রতিমা নিজের মনের জোর বাড়ান। নিজেকে শক্ত করেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, আর পাঁচটা শিশুর মতো বড় করবেন তাঁর ছোট ছেলেকেও।

এরপর শুরু হয় প্রতিমা দেবীর লড়াই। সায়নকে নিয়ে নিরন্তর লড়াই। কী ভাবে পা দিয়েই চামচ ধরে ভাতের থালা থেকে অন্ন মুখে তুলতে হয়। কীভাবে লেখাপড়া করতে হয়। হ্যাঁ, স্নান অবশ্য এখনও ছোট্ট সায়নকে করিয়েই দিতে হয় মাঝেমধ্যে। সায়নের বাবা চাষবাস করেন। পরিবারের আয় বলতে সেটাই। আগে স্বামীকেও কাজে সাহায্য করতেন প্রতিমা দেবী। এখন তাঁর বেশিরভাগ সময়টাই চলে যায় ছেলের পিছনেই। তাই স্বামীকে আর বিশেষ সাহায্য করতে পারেন না তিনি।

প্রতিমা দেবীর মনে চিন্তা সবসময়েই। ছোট ছেলেটার তো হাত নেই। তা হলে তাঁরা যখন থাকবেন না,

তখন ওকে কে দেখবে! প্রতিমা দু'চোখ ভরা চিন্তা নজর এড়ায় না সায়নেরও। সায়ন আরও পড়ায় মন দেয়। চেষ্টা করে স্বনির্ভর হতে। মা বোঝান সায়নকে। 'বাবা বড় হয়ে একাই একারটা করবি। শিক্ষক হবি। ভালো করে পড়াশোনাটা কর।'

রোনাল্ডোর ভক্ত সায়ন ভালোবাসে ফুটবল খেলতে ও দেখতে। খেলা দেখার পাশাপাশি পড়াশোনায় তার খুব ঝোঁক। বাংলা পড়তে ভালোবাসে। মায়ের ইচ্ছা ছেলে বড় হয়ে শিক্ষকতা করুক। সব সময় হাসিখুশি থাকা সায়ন বলে, 'আগে পড়া শেষ করি। তারপর তো বাকি সব।'

নিখোঁজ নির্মাণ কর্মীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: অবশেষে নদীতে নিখোঁজ ভিন জেলা থেকে কাজ করতে আসা নির্মাণ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হল বিদ্যাধরী নদী থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, বসিরহাট মহকুমার, হাড়োয়া থানার, কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের, কুলটি লগ গেট পাম্প হাউস এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার জল সরাতে তৎকালীন বাম সরকারের আমলে নির্মাণ হয়েছিল কুলটি পাম্প হাউস, তারপর কেটে গেছে বহু বছর। আস্তে আস্তে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার চাপ বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে আরও একটি নতুন পাম্প হাউস নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো নতুন পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেখানে প্রায় ৪০ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করছেন। তাদের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা এলাকার বাসিন্দা ২৯ বছরের বিজয়নন্দ দাস। তিনিও নতুন পাম্প হাউস নির্মাণ করার কাজ করছিলেন। কাজ চলাকালীন চলতি মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকা পাম্প হাউজের পাশে থাকা বাগজোলা ক্যানেল মধ্যে পড়ে যায় বিজয়নন্দ দাস। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরেও তার কোনও রকমের সন্ধান না মেলায় ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে হাড়োয়া থানায় খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়েই মিনাখাঁর এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁনের নেতৃত্বে হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস ঘোষ এবং হাড়োয়া থানার অধীনস্থ লাউগাছি বিট হাউসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বনাথ বেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি ওই শ্রমিকের খোঁজে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকো করে নিয়ে বিদ্যাধরী নদী সহ বাগজোলা খালের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। রাতেও তল্লাশি জারি রাখা হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন হাড়োয়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা। সব মিলিয়ে ভিন জেলা থেকে নির্মাণ শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুলটি পাম্প হাউস এলাকায়। অবশেষে শনিবার দেহটি উদ্ধার হয়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বকেয়া না মেলার দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১০০ দিনের বকেয়া টাকা না মেলার দাবি কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল ইংরেজবাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল শেখের নেতৃত্বে শতাধিক গ্রামবাসীদের নিয়েই চলে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ। এদিন ফুলবাড়িয়া তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ রেলের পাশাপাশি একটি পথসভা করা হয়। সেখানে তৃণমূলের ফুলবাড়িয়া অঞ্চল কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার ব্লকের সবথেকে বেশি ১০০ দিনের কাজ হয়েছে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। কয়েক হাজার জব কার্ডধারী শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের ন্যায্যমজুরি পাচ্ছেন না। আর এজন্যই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেই এদিন রাস্তায় নেমেই বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা করেন। এছাড়াও আবাস যোজনা প্রকল্পে অসংখ্য গরিব মানুষ টাকা পাননি। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্রের আবাস যোজনা প্রকল্পের যে টাকা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারকে ছিল, তা দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া হচ্ছে না। শতাধিক দুঃস্থ গ্রামবাসী এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজেদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না। এমনকি জব কার্ডধারীরাও ১০০ দিনের কাজ করেও টাকা পাননি। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

তৃণমূল পরিচালিত ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল শেখ জানিয়েছেন, দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ১০০ দিনের প্রকল্প এবং আবাস যোজনার টাকার দাবিতেই বিভিন্ন ভাবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ এবং সভা করা হচ্ছে। এদিন অসংখ্য জব কার্ডধারীদের নিয়েই ফুলবাড়িয়া স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা করা হয়। ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও জানিয়েছিল ফুলবাড়িয়া তৃণমূল অঞ্চল কমিটি।

সুষ্ঠু সমাজ গড়তে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: যে মন স্বাধীন আর যে স্বপ্ন লাল/ তোমাকেও ছুঁয়ে যাক তেমন সকাল। রবিবার আরামবাগের রামমোহন হলে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তলোয়ারের চেয়েও কলমের ধার বেশি। আরামবাগ জুড়ে এখনও বহু মানুষ বিশ্বাস করেন সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের গুরুত্ব অপরিসীম। বহমান সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে হেঁটেও

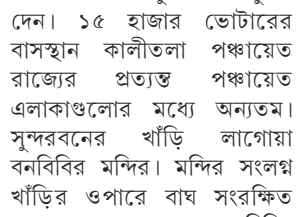

শুধুমাত্র শিল্প সংস্কৃতি দিয়েই সুষ্ঠু সমাজ গড়া যায় বলে যারা বিশ্বাস করেন সেই রকমই ৭৫ জন মানুষকে নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা, বর্ষীয়াণ কবি সাধন বারিক, দুর্গাপ্রসাদ মণ্ডল থেকে শুরু করে মুক্তিপ্রকাশ রায়, পার্থ হাটি সহ প্রবীণ থেকে নবীন প্রজন্মের মানুষজন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক অধ্যাপক সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রতবাবু জানান, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পচাগলা দিক নষ্ট হয়ে নতুন সূর্য উঠবে। পৃথিবী আবার শান্ত হবে। এই মানসিকতা থেকেই সম মতাদর্শ সম্পন্ন লেখক শিল্পীদের নিয়ে এই সংগঠন শুরু হয়েছে। আরামবাগে একবছর ধরে এই সংগঠন নানা কাজ করছে। আজ তার প্রথম সম্মেলন হল। সম্পাদক কৌশিক ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী দিনে আরামবাগে সংস্কৃতি চর্চার নতুন জোয়ার এদের হাত ধরেই আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রোটারি ক্লাব অফ সাউথের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল বর্ধমানে গোলাপবাগ কৃষ্ণসার পার্কে। এদিন এলাকার শিশুদের নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে কয়েকশো শিশু ও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

এদিন বর্ধমানের কৃষ্ণসার পার্কে অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুপুরের খাওয়াদাওয়া, সমস্ত রকম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে উচ্ছ্বাস। প্রতিবন্ধী শিশুদের উৎসাহ বানানোর জন্য যাতে আগামী দিন তাঁরা আরও ভালো ভাবে পথ চলতে পারে এবং নিজেকে যাতেদুর্বল মনে না করে সেই কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

৩ রাজ্যে বিজেপির জয়ে বিজয় মিছিল পানাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দেশের ৪ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে ৩ রাজ্যে বিজেপি ভালো ফল করায় রবিবার বিকেলে পানাগড় বাজারে দলীয় কার্যালয় থেকেবিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিজেপির মিছিল পানাগড় বাজার ঘুরে রেলপাড় ও রণডিহা মোড় প্রদক্ষিণ করে মিছিল শেষ হয় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসে। এদিন বিজেপির মিছিল থেকে এলাকার মানুষকে মিষ্টিমুখ করান বিজেপি কর্মীরা।

এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, বর্ধমান সদরের জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পঙ্কজ জয়সওয়াল, বিজেপি নেতা ইন্দ্রজিৎ ঢালি, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা। বিজেপি নেতা পরিতোষ বিশ্বাস জানান, মোদি হ্যায় তো সব মুমকিন হ্যায়। অর্থাৎ মোদি যখন আছেন দেশের মানুষ বিজেপিকেই ভোট দেবে। তিন রাজ্যের ফলাফল আগামী ২৪-এর লোকসভায় ভালো প্রভাব পড়বে এবং নরেন্দ্র মোদি ফের দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এমনটাই দাবি তাঁর।

রাজমিস্ত্রি থেকে রাতারাতি কোটিপতি আনিসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: একেবারে রাজমিস্ত্রি থেকে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন আনিসুর। প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজে বেরিয়েছিলেন। দশটার সময় কাজের বিরতির ফাঁকে পাশের লটারির দোকান থেকে কিনেছিলেন ৫ সেমের একটি লটারি। দুপুরে লটারি মেলানোর পর একেবারে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে প্রথম পুরস্কারই কিনা তাঁর কপালে। ভালো করে টিকিট মিলিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি দিবা স্বপ্ন দেখছেন না, আসলেই তিনি পেয়েছেন কোটি টাকার লটারি। আর তাতেই যেন আনিসুর ও তাঁর পরিজনেরা অসময়ে পেলেন ইদের খুশি। আনিসুরের বাবা আবু কায়েম মণ্ডলও দিনমজুরের কাজ করেন। মাঝেমধ্যে

তিনিও লটারির দোকানে গিয়ে দু'-একটি লটারি কেটে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন। তবে তাঁর ভাগ্যের শিকে ছেড়েনি। তবে ছেলের হাত ধরে তাঁদের পরিবারের যে ভাগ্য খুলে গেল তাতেই তিনি খুশিতে একেবারে ডগমগ। মাঝেমধ্যে দু'-একটি টিকিট কেটে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন হাবড়ার নাংলার বাসিন্দা যুবক আনিসুর রহমান মণ্ডল। তবে একেবারে কোটিপতি হয়ে যাবেন তা কিছুতেই তিনি বুঝতে পারেননি। তাই কোটিপতি হওয়ায় শনিবার রাতে বাড়িতে ঠিক করে ঘুমাতে পারেননি। ঘুমাবেনই বা কি করে তখন কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে যুবক বিভোর হয়ে রয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে তাঁর বন্ধুরা ও পরিজনেরা তাঁকে ফোন করে টিকিটের খবরের বিষয় যেমন জানতে চেয়েছেন তেমনই শুভেচ্ছাও জানাচ্ছেন।

চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ২০২৩

ছত্তীশগঢ়	শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত
মোট আসন-৯০	
বিজেপি-৫৪	**কংগ্রেস-৩৫** জিজিপি-১

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত

মধ্যপ্রদেশ	শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত
মোট আসন-২৩০	
বিজেপি-১৬৪	**কংগ্রেস-৬৫**
বিএইচআরটিএডিভিএসআইপি-১	

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত

রাজস্থান	শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত
মোট আসন-১৯৯	
বিজেপি-১১৫	**কংগ্রেস-৬৯** আইএনডি-৮
বিএইচআরটিএডিভিএসআইপি-৩	**বিএসপি ২**

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত

তেলঙ্গানা	শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত
মোট আসন-১১৯	
কংগ্রেস-৬৪	**বিএইচআরএস-৩৯** বিজেপি-৮
এআইএমআইএম-৭	**সিপিআই-১**

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত

সরকার বদলের ট্রেন্ড মেনেই রাজস্থানে উল্টে গেল পাশা, জয় গেরুয়া শিবিরের

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর: গত ২০ বছর ধরে রাজস্থানে একটা রেওয়াজ চলছে। পাঁচ বছর অন্তর রাজ্যের ক্ষমতা বদলের। সেই রীতি ধরে রেখেই ফের পাশা ওলটাল রাজস্থানে। কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় এল বিজেপি।

এ দিন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর বলেন, 'আজকের এই লড়াই হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অপশাসনের লড়াই। বিজেপি বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়ী হবে।'

রবিবার সকাল থেকে চার রাজ্যের ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর বেলা ১২টা নাগাদ যে ট্রেন্ড দেখা গিয়েছিল, তাতে কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় কংগ্রেসের থেকে এবার রাজস্থানে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চলেছে বিজেপি। রাজস্থান বিধানসভায় ১৯৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ছিল ১১২টিতে। কংগ্রেস এগিয়ে ছিল মাত্র ৬৭টি আসনে। বেলা সাড়ে তিনটের পর দেখা যায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১১৪টিতে। কংগ্রেস ৭০। ফলে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় রাজস্থানে কংগ্রেসের পরিবর্তে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি-ই। রাজস্থানে যে কংগ্রেস-বিজেপির টক্কর জোরদার হবে, সে বিষয়ে বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিলই। তবে এ রাজ্যের

১৯৯টি আসনে নির্বিঘ্নে ভোট মেটার পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট দাবি করেছিলেন, জয় হবে কংগ্রেসরই। কিন্তু যে রাজ্যে ৫ বছর অন্তর সরকার বদলের ট্রেন্ড সেখানে কেন কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় আসবে? অশোক গেহলট এক সাক্ষাৎকারে কেরালার উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, '৭০ বছর ধরে কেরালায় পাঁচ বছর অন্তর কখনও সিপিএম, কখনও কংগ্রেস সরকার গড়েছে। কিন্তু সিপিএম ভাল কাজ করেছে বলেই সেখানকার মানুষ ২০২১ সালে তাদের দ্বিতীয় বারও ভোট দিয়ে জিতিয়েছে।' তাঁর সরকার ভাল কাজ করেছে বলেই মানুষ তাঁদের দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেরাবে বলে আশা ছিল তাঁর। গেহলটের যুক্তি ছিল গরিব পরিবারকে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া সহ একাধির জনমুখী প্রকল্পের সুফল পাবে কংগ্রেস।

অন্য দিকে, বিজেপির ভরসা বলতে ছিল মোদির জনপ্রিয়তা, মেরুকরণের তাস এবং অশোক গেহলোট ও সচিন পাইলটের দ্বন্দ্ব। তাতে ভর করেই এ বারে ম্যাজিক সংখ্যা ১০০ পেরনোর আশা ছিল তাদের। সেই সঙ্গে একটি লাল ডায়েরির কেচ্ছা সামনে এনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল গেহলট সরকারের বিরুদ্ধে। ওদিকে আবার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে যে ভাবে মোদী-অমিত শাহেরা ব্রাত্য করে রেখেছিলেন তার প্রভাব পড়তে পারে ইভিএমে, এমন আশঙ্কাও ছিল। তবে সব হিসেব বদলে পুরনো ট্রেন্ডেই ভরসা রাখল মরু রাজ্য। গত বিধানসভা ভোটে রাজস্থানে ১০০টি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। বিজেপি পেয়েছিল ৭৩। পাশা ওল্টানোর কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করছেন মোদির জনপ্রিয়তা 'ম্যাজিক' করেছে। তবে কারণ যাই হোক আগামী লোকসভা ভোটের আগে রাজস্থানে বিজেপির স্টার মার্কস পেয়ে পাশ করা, দলটির আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল নিঃসন্দেহে।

মানরক্ষা তেলঙ্গানায়, কেসিআর-এর দৌড় থামিয়ে ক্ষমতায় আসছে কংগ্রেস

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর: লড়াই ছিল বেশ কঠিন। কারণ, নতুন তৈরি হওয়া তেলঙ্গানায় কংগ্রেস কখনও ক্ষমতায় ছিল না। তারওপর কেসিআর-এর জনপ্রিয়তা। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কোনও কংগ্রেস নেতাও ছি না। সঙ্গে ছিল বিজেপির বেড়ে ওঠা। ওয়াইএস শর্মিলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত। তবে সব কঠিনকে পিছনে ফেলে এক দশকের কেসিআর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করল কংগ্রেস। সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত পাওয়া নির্বাচন কমিশনের ফল বলছে ১১৯ আসনের তেলঙ্গানা বিধানসভায় ৬৪টি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস। বিএইচআরএস ৩৯টিতে। এই ফলাফলে কার্যত নিশ্চিত এককভাবে তেলঙ্গানার ক্ষমতা দখল করছে কংগ্রেসই।

কে চন্দ্রশেখর রাও, যিনি পরিচিত কেসিআর নামে। তেলঙ্গানা পৃথক রাজ্য তৈরি হওয়ার পর তিনিই ছিলেন ১০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী। সেই বিরল মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যাননি। রাজ্য চালাতেন তাঁর বাড়ি থেকেই। গত বছর তিনি দলের নাম বদল করেছিলেন। তেলঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টিআরএস) থেকে তাঁর দলের নাম হয়েছিল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। কিন্তু দেখা গেল, দলের নাম বদল করলেও তেলঙ্গানায় বদলের হাওয়া ঠেকাতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সর্বময় নেতা কেসিআর। ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা গেল, তামাম বুথ ফেরত সমীক্ষার আভাসকে সত্যি করে টলে গিয়েছে কেসিআরের গদি। প্রথম বার তেলঙ্গানার ক্ষমতা দখল করেছে কংগ্রেস।

ভোটের রেজাল্ট কোন দিকে যেতে চলেছে সেই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল রবিবার সকাল থেকেই। শুরু থেকেই বড় ব্যবধানে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দলকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। লিড ক্রমেই বাড়াচ্ছিল। দুপুর গড়াতেই তেলঙ্গানায় জয় উদযাপনও শুরু করে দিয়েছিল কংগ্রেস।

অবশেষে এক দশক পেরিয়ে নতুন সরকার গঠন হতে চলেছে তেলঙ্গানায়। জয় নিশ্চিত করার পর হায়দরাবাদে দলীয় কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডি। প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই জানিয়েছেন, কংগ্রেসের এই সাফল্যকে 'তেলঙ্গানার শহিদদের' স্মৃতিতে উৎসর্গ করছেন তিনি। রেবন্ত রেড্ডি বলেন, 'তেলঙ্গানার শহিদদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ এবার আমাদের জিতিয়ে এনেছেন। সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করব।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে ছত্তিসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে হারতে হয়েছে কংগ্রেসকে, সেখানে তেলঙ্গানায় কীভাবে এল এই সাফল্য। সূত্রের খবর, এর পিছনে নাম উঠে আসছে সুনীল কানুগোলুর। সদ্য কেসিআরকে হারিয়ে তেলঙ্গানার 'হাত' বদলে যাঁর কৃতিত্ব মানছেন তাবড় নেতারাও।

কংগ্রেসের ভোটকুশলী হিসাবে সুনীলের নাম অনেকেই শুনেছেন। কর্নাটক জয়ের নেপথ্যেও সুনীলের ভূমিকা ছিল। এ বার সেই সুনামের মর্যাদাও রাখলেন সুনীল। একসময় প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাকের কর্মী ছিলেন সুনীল। তামিলনাড়ুতে কাজ শেষের পর নতুন কাজের অপেক্ষায় ছিলেন। এআইসিসির ভোট কৌশল নির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেন সুনীল।

পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন কেসিআর-পুত্র কে টি রামা রাও। লিখেছেন, 'লাগাতার দু'বার সরকারে এনে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য তেলঙ্গানাবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। আজকের ফলাফল নিয়ে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু হতাশা রয়েছে। আমরা যেমন আশা করেছিলাম, তেমন হয়নি। তবে এখন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব।'

মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় বিজেপি-ই! কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, শুরু জল্পনা

ভূপাল, ৩ ডিসেম্বর: মধ্য প্রদেশে 'বিরাট' জয় বিজেপির। রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান মোদিকে কৃতিত্ব দেওয়ার পাশাপাশি টুইট বার্তায় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মধ্য প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান, রাজ্য রাজনীতিতে 'মামা' নামে পরিচিত। তবে বিজেপির সাফল্যের নেপথ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজ জ্যোতিরাদিত্য শিন্ডেকেও কৃতিত্ব দিতে চাইছেন কেউ কেউ। ২০২০ সালের মার্চ মাসে অনুগত বিধায়কদের নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের পতনের কারণ হয়েছিলেন তিনি। সে অর্থে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষা। ভোটের ফল বলছে, রাজ্য রাজনীতিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে সফল 'মহারাজ'।

মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলের রাজনীতি বেশ কয়েক ধরেই নিয়ন্ত্রণ করে জ্যোতিরাদিত্যদের পরিবার। ওই অঞ্চলে মোট ৩৪টি বিধানসভা আসন রয়েছে। ভোটের ফলাফল বলছে, ওই আসনগুলির মধ্যে ২০টি আসনেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে ১৩টি আসনে। আর মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এগিয়ে একটি আসনে। নিজের এবং দলের সাফল্যের বিষয়টি স্পষ্ট হতেই আক্রমণের জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য।

২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের ফল অনুযায়ী ওই ৩৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছিল ২৬টি আসনে। বিজেপি জিতেছিল মাত্র সাতটি আসনে। রাজ্যে বিজেপিকে হারিয়ে স্বল্প ব্যবধানের জয়ে জ্যোতিরাদিত্যের গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চল যে বড় ভূমিকা রেখেছিল, তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের সঙ্গে মতান্তরের জেরে ২২ জন অনুগত বিধায়ককে নিয়ে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন জ্যোতিরাদিত্য। ওই কংগ্রেসত্যাগী ২২ জনের মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলের বিধায়ক। পরে উপনির্বাচন হলে দলের নিচুতলার আপত্তি উপেক্ষা করেই প্রত্যেককে টিকিট দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়েও গোড়া থেকেই মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নাম লেখাতে চাননি জ্যোতিরাদিত্য। অন্তত প্রকাশ্যে তেমনটাই দাবি করেছেন। প্রতিটি নির্বাচনী সভায় নিজেকে দলের 'সেবক' বলে পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান না। তবে কি লোকসভা ভোটকেই 'পাখির' চোখ করছেন মহারাজ? তার উত্তর কয়েক দিন পর পাওয়া যাবে। যখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

তবে মধ্য প্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় ফেরায়, এবার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে জোর জল্পনা। কারণ, বেশ কয়েকজন সিনিয়র বিজেপি নেতার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শিবরাজকে অপছন্দ। সূত্রের খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও একজন যুব নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছেন। এই তালিকায় এগিয়ে রয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

ছত্তীসগঢ় হাতছাড়া কংগ্রেসের, 'মহাদেবের' কোপে গদিচ্যুত!

ছত্তীসগঢ়, ৩ ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশে গত বিধানসভা ভোটে জিতেও ২২ জন কংগ্রেস বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ায় ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছিল কংগ্রেসের। এবার ছত্তীসগঢ়েও কংগ্রেসের গদি যাওয়ার পথে। ছত্তীসগঢ়ে ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য দরকার ছিল ৪৬টি আসনের। সন্ধে সাড়ে সাতটার হিসেব অনুযায়ী, এর মধ্যে ৫৪টি আসনে এগিয়ে নিরঙ্কুশ জয়ের পথে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে ৩৫টি আসনে। ছত্তীসগঢ়ের হাওয়ায় ভাসছে, 'মহাদেবের কোপে'ই গদিচ্যুত হতে হল মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বঘেলকে। গত ৭ নভেম্বর প্রথম দফায় মাওবাদী উপদ্রুত ২০টি আসনে ভোট হয়েছিল। নির্বাচনের ঠিক আগেই পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ ওঠে মুখ্যমন্ত্রী বঘেলের বিরুদ্ধে। গত ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি দাবি করে, অসীম দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে তারা। অভিযোগ ছিল, কংগ্রেসের নির্বাচনের খরচ জোগাতে ওই ব্যক্তিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে পাঠিয়েছিলেন 'মহাদেব' অ্যাপের মালিকেরা। ইডি-র দাবি ছিল, 'বঘেল' নামে এক রাজনীতিককে দেওয়ার জন্য অসীম পাঁচ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছিলেন দুবাইয়ে আশ্রয় নেওয়া 'মহাদেব অ্যাপ'-এর মালিকের কাছ থেকে। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটপ্রচারে ছত্তীসগঢ়ে গিয়ে নিশানা করেন বঘেলকে। ভোটের বাজারে কংগ্রেসের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে 'মহাদেব'। যদিও বঘেল সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে তা নিয়ে প্রচারে জোর বাড়িয়েছিল বিজেপি। আর শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হাসতে চলেছে তারাই।

মঙ্গলের সকালে অন্ধ্রপ্রদেশে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন মোদি

বিশাখাপত্তনম, ৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলের সকালে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর ও মছিলাপত্তনমের মাঝামাঝি কোথাও আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'। বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর দিয়ে এগোনোর পথে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি। তামিলনাড়ুর উপকূলের গা ঘেষে তা ক্রমশ উত্তর দিকে এগোবে এবং শেষে অন্ধ্রের উপকূলে ল্যান্ডফল হবে মিগজাউমের।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি পুদুচেরি থেকে ৪৪০ কিমি পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে এবং চেন্নাই থেকে ৪২০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে। মঙ্গলবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মধ্যে ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়তে পারে। ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০ কিমি। তবে চেন্নাইয়ে এই ঝড়ের প্রভাব খুব একটা না পড়লেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ৩-৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ু থেকে ১১৮টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করেছে। চেন্নাইয়ের আবহাওয়া দফতরের সহ-অধিকর্তা এস বালাচন্দ্রন জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর এগোচ্ছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলের কাছে এসে উত্তরে বাঁক নেবে মিগজাউম। মঙ্গলবার তা অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ অংশের উপকূলে আছড়ে পড়বে। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে প্রস্তুতি হচ্ছে রাজ্যগুলি। সেই প্রস্তুতি নিয়েই অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডির সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সতর্কতা প্রস্তুতি নিয়ে খোঁজ খবরের পাশাপাশি সবরকম সাহায্যের আশ্বাস অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। ঘূর্ণিঝড় যত এগিয়ে আসছে তার প্রভাবে তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চল এবং পুদুচেরির বেশ কিছু জায়গায় রবিবার থেকেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সোমবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার পর বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। অন্ধ্রপ্রদেশেও রবিবার থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবার উপকূলীয় অন্ধ্র এবং ইয়ানামে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্য দিকে, সোম থেকে বুধবারের মধ্যে ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে ফের শুরু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

গাজা, ৩ ডিসেম্বর: গাজায় ফের যুদ্ধবিরতি না হলে আর কোনও পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিল হামাস। গত শুক্রবার সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হয়, এরপরই ফের ইজায়েলের তরফে হামলা শুরু হয়ে গিয়েছে।

হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান সালে আল-আরৌরি শনিবারই আল জাজিরাকে একটি সাক্ষাৎকারে দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'ইজরায়েলের সঙ্গে বর্তমানে কোনও কথা চলছে না। ফলে আপাতত কোনও পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আগে গাজায় যুদ্ধবিরতি করতে হবে।'

অন্যদিকে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই নেতানিয়াহুর দেশের সেনা ফের গাজায় হামলা চালাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ফের গাজায় ইজায়েলের হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বহু নিরপরাধ প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারাচ্ছেন। সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করা তেল আভিভের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনও মন্তব্য করেন। তাঁর গলাতেও শোনা গিয়েছে উদ্বেগের সুর। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, এই হামলায় ভোগান্তি হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের। হামলার যে সব ছবি আর ভিডিও গাজা থেকে আসছে, তা ভয়ঙ্করই নয়, মর্মন্তিকও বটে। যদিও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ' আমাদের সামনে একটা কঠিন লড়াই। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরাই জিতব।'

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় রক্তাক্ত হয় ইজরায়েল। পালটা হামলা চালানো হয় গাজায়। সেই থেকে ইজরায়েলি সেনার হানায় বিধ্বস্ত হয় গাজার ভূখণ্ড। প্রায় দেড় মাস যুদ্ধ চলার পর দু'দেশই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এবার সেই সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে ফের লড়াই শুরু হয়েছে।

NIeT No. 35/KPS/SBM-G/2023-2024

eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/ companies/Engineering co-ope for **1 no. of schemes i.c.w.** "Construction of Modified Community leach pit at different Institution levels and community platforms under Kandi Panchayat Samity area and **Tender Cost Rs. 17.70 lakh** of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the **project of SBM-G**
Start date of downloading of documents: - **02/12/2023 from 11.00 hours**. Last date of downloading of documents- **16/12/2023 upto 13.00 hours.** All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of New tube well **NIT No-440,441,443 /XVFC- TIED/BNGP/2023 @ 169461/- 4 Nos MOUZA (SBMG FUND) 444,445/SBM/BNGP/2023. 320000.00/-** (including Gst), **388049.00/-** (excluding GST & L. Cess) **15CFCG/UNTIED.**2Nos **NITNO- 446,447,448/BNGP/2023. 293549/- ,293604/-,293510/- NIT dated 04/12/2023.** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 4th DEC. 2023 to 6:00 PM of 19th December 2023**. For details please visit to **wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
বস্তি এলাকা উন্নয়ন বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন "**এইচএমসি অধীনে ২৮/এ ফণীন্দ্র নাথ দে সরণি ওয়ার্ড নং ৪৮ ঠিকানায় কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ**"-জন্য নির্ধারিত ফর্মে প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগীয় ওয়েবসাইট : **https://www.wbtender.gov.in** থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : **১১.১২.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
টেন্ডার নোটিশ নং : **WB-HMC/TN/EE/Slum/007/2023-2024**, তারিখ : ৩০.১১.২০২৩, টেন্ডার আইডি : **2023_MAD_610994_1**

২০৯(২)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
২/১২/২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
Harinbari, Sagar, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. **Tender ID No. 2023_ZPHD_613770_1**, **2023_ZPHD_613793_1 to 4** and **2023_ZPHD_613807_1 to 2** are **dated 03-12-2023**. Last date of tender dropping **13-12-2023 up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Pradhan,
Ramkarchar Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/003/AE/B-II/ 2023-24, Date: 04.12.2023
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **06.12.2023 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **16.12.2023 at 06:00 PM.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/004/AE/B-II/ 2023-24, Date: 04.12.2023
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **06.12.2023 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **16.12.2023 at 06:00 PM.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ৪-১-এ জিতল ভারত।

পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থে শেষের শুরুর সুযোগ পেলেন ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। বাঁহাতি এই ওপেনার দুর্দান্ত এক বিশ্বকাপ কাটালেও টেস্টের ফর্ম পড়তির দিকে।

২০১৯-২০ মৌসুমের পর থেকে টেস্টে ওয়ার্নারের গড় মাত্র ২৮। ২০২০ সালের পর টেস্টে শতক মাত্র একটি। অন্যদিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করে এই জায়গা নেওয়ার জন্য নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়ছেন ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মার্কাস হ্যারিস ও ম্যাট রেনশ। তবে আপাতত পার্থ টেস্টে ওয়ার্নারের ওপরই ভরসা রাখছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা। পাকিস্তান সিরিজে সিডনি টেস্ট দিয়েই টেস্টে অবসরে যাওয়ার কথা ওয়ার্নারের।

১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। এরপর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের (২৬ ডিসেম্বর) পর ৩ জানুয়ারি শুরু হবে সিডনি টেস্ট। ঘরের মাঠে হতে যাওয়া এই ম্যাচ দিয়েই ১৩ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারের ইতি টানার কথা ওয়ার্নারের। গত জুনে ওয়ার্নার জানিয়েছিলেন, 'টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও অ্যাশেজে ভালো করে যদি পাকিস্তান সিরিজে সুযোগ পাই, তাহলে সেখানেই টেস্ট থেকে সরে দাঁড়াব। আমি একদম পাকাপাকি বলতে পারি (এরপর) ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলব না।'

পার্থ টেস্টের দল ঘোষণার সময় অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি বলেছেন, 'প্যাট ক্যামিন্সের নেতৃত্বে এই দল দীর্ঘ সময়ের জন্য একটা শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে।'

ব্যানক্রফট, হ্যারিস ও রেনশ; এই তিন ক্রিকেটারই আছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচের প্রাইম মিনিস্টার একাদশে। বেইলি জানিয়েছেন, 'দলে ঢোকার জন্য স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি সুযোগ আসবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা ভালো করছে, তাদের সেরাটা দেখার জন্য আমার উন্মুখ হয়ে আছি। তাদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে সপ্তাহের শেষ দিকে দারুণ একটা সুযোগ পাবে।'

অস্ট্রেলিয়া তাদের সর্বশেষ টেস্ট খেলেছে গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ওভালে। সেই টেস্টের দল থেকে পরিবর্তন হয়েছে একটি। চোট কাটিয়ে ফিরেছেন স্পিনার নাথান লায়ন। বাদ পড়েছেন আরেক স্পিনার টড মার্ফি। পার্থ টেস্ট দিয়েই টেস্টে ৫০০ উইকেটের মালিক হতে চাইবেন লায়ন। বর্তমানে এই স্পিনারের উইকেট ৪৯৬টি। টেস্টে ৫০০ উইকেটের ঘর ছুঁয়েছেন এখন পর্যন্ত মাত্র সাতজন। তাঁদের মধ্যে স্পিনার ৩ জন; মুত্তিয়া মুরালিধরন, শেন ওয়ার্ন ও অনিল কুম্বলে। পার্থ টেস্টে জায়গা পেয়েছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার; মিচেল মার্শ ও ক্যামেরন গ্রিন। পেস আক্রমণের দায়িত্বে থাকছেন যথারীতি মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড, অধিনায়ক কামিন্স। দলে আছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ল্যান্স মরিস। ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারা এই পেসারের অভিষেক হতে পারে পার্থেই।

হার উদ্‌যাপন করে গ্রেপ্তার হওয়া ৭ কাশ্মীরির জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের হার উদ্‌যাপন করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীরের সাত ছাত্র। স্থানীয় এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাত ছাত্রকে ভারতের আদালত শর্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

স্থানীয় আদালতের বিচারক সাত ছাত্রের জামিন মঞ্জুরের সময় দুটি শর্ত আরোপ করেছেন; তদন্তের প্রয়োজনে যেকোনো সময় তলব করা হলে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে আর লিপ্ত হওয়া যাবে না।

গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে ফেবারিট হয়েও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হেরে যায় স্বাগতিক ভারত। এরপর ওই সাত ছাত্র রোহিত-কোহলিদের হার উদ্‌যাপন করতে শুরু করেন। এ সময় তাঁরা ভারতবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন এবং পাকিস্তানের প্রশংসা করে উল্লাস করতে থাকেন। যাঁরা ওই সাত ছাত্রের সঙ্গে উদ্‌যাপনে অংশ নেননি, তাঁদের ভয়ও দেখান।

এ ঘটনায় অন্য এক ছাত্র থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার সাত ছাত্র ভীতি প্রদর্শন করায় তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনসংক্রান্ত বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (আনলফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট, সংক্ষেপে ইউএপিএ) পাশাপাশি অন্যান্য অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদির সরকার কাশ্মীরি অধিবাসী, সাংবাদিক, ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এই ইউএপিএ আইন ব্যবহার করে আসছে। এ আইনের আওতায় কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই কাউকে ছয় মাস আটক করে রাখা যায়। জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে গতকাল পুলিশ ইউএপিএ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে আদালত আজ ওই সাত ছাত্রের জামিন মঞ্জুর করেন। তাঁদের আইনজীবী শফিক ভাট বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বহু মানুষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানসহ ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলা যেকোনো দলকে সমর্থন করে আসছে। ভারতশাসিত কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পর আতশবাজি ফোটাতেও দেখা গেছে।

এর আগে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদ্‌যাপন করায় ৭ জনকে ইউএপিএ আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেখানকার কয়েক শ ছাত্রের বিরুদ্ধে তদন্তও করা হয়েছিল।

এত বড় 'নো' বল, টি, টেন লিগে এসব হচ্ছেটা কী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট ম্যাচে 'নো' বল তো হবেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই 'নো' বল হয় বোলারদের ওভার স্টেপিংয়ের কারণে। বোলারের পা সত্যিই ক্রিজের বাইরে গেছে কি না, কখনো কখনো তা দেখতে টিভি রিপ্লেও দেখতে হয়। কিন্তু টি-টেন লিগে দল না জিতলেও সব মিলিয়ে ভালো বোলিংই করেছেন অভিমন্যু। ২ ওভারে একটিই 'নো' বল দিয়েছেন। কিন্তু সেটি এমন যে সমালোচনার তির ধেয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে। ৩৪ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার যে প্রায় ২ ফুট ওভার স্টেপিং করেছেন।

গতকাল এমনই এক 'নো' বল হয়েছে, সেটা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে বিশ্বজোড়া ক্রিকেটপ্রেমীদের।

চেন্নাই ব্রেভস ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের ম্যাচে সেই 'নো' বলটি করেছেন ভারতীয় পেসার অভিমন্যু মিথুন। ২ ওভার বোলিং করে ১১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের পেসার অভিমন্যু। কিন্তু তাঁর দল হেরেছে ৫ উইকেটে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই 'নো' বলের ছবি আর ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে এরই মধ্যে। চলছে নানা ধরনের আলোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ একজন লিখেছেন, 'টি-টেন লিগে এসব হচ্ছেটা কী?' একজন 'নো' বলের ছবিটি দিয়ে লিখেছেন, 'আবুধাবিতে টি-টেন লিগে একটি নো বল।' এমন আরও অনেক মন্তব্যই আছে এই 'নো' বল নিয়ে।

গার্দিওলার মন জিতেছিলেন পোস্তেকোগলু

নিজস্ব প্রতিনিধি: গালভরা একটা নাম ছিল সেই ম্যাচের; ইউরোজাপান কাপ। কিন্তু আসলে প্রাক-মৌসুমের খুব সাধারণ একটা প্রীতি ম্যাচের বেশি কিছু নয়। ইউরোপের ফুটবলে ২০১৯-২০ মৌসুম শুরুর আগে জাপানের রাজধানী টোকিওতে ম্যানচেস্টার সিটি মুখোমুখি হয়েছিল ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখা ভালো, ইয়োকোহামা ম্যারিনোস ক্লাবের কিছুটা মালিকানা আবুধাবির সিটি ফুটবল গ্রুপের, যারা ম্যানচেস্টার সিটিরও মালিক। ফলে আসলে ওটা ছিল অনেকটা 'বড় ভাই'য়ের বিপক্ষে 'ছোট ভাই'য়ের লড়াই। এ রকম ম্যাচ হয় সাধারণত পিকনিক মেজাজে।

কিন্তু তা হয়নি। ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপে গার্দিওলা ভাবতেও পারেননি, ওই ম্যাচে তাঁর দলকে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। না, সিটি হারেনি। জিতেছিল ৩-১ গোলে।

কিন্তু সেই জয়ের জন্য সেই সময়ে টানা দুইবার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন প্রবল প্রতাপশালী গার্দিওলার দলকে প্রায় চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউট ম্যাচের মতো কষ্ট করতে হয়েছিল।

গার্দিওলার কাজটা ওই ম্যাচ যিনি খুব কঠিন করে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু। সেই সময়ে ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের কোচ। ম্যাচ শেষে গার্দিওলা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর দল স্রেফ ভাগ্যগুণে জিতেছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই ম্যাচটার ফল পুরো উল্টো হতে পারত। বলেছিলেন ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলুর কোচিং দেখে মুগ্ধ হওয়ার কথাও।

সেই ম্যাচে ৫৮ ভাগ বলের দখল ছিল ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের। গার্দিওলার দলের বিপক্ষে এটা কতটা অস্বাভাবিক, সেটা একটা তথ্য দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

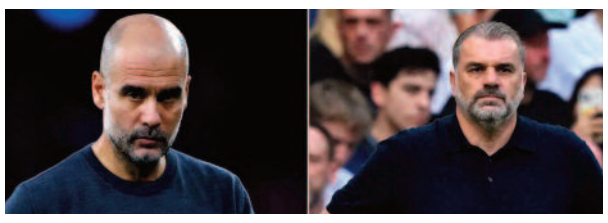

ম্যানচেস্টার সিটিতে প্রায় সাড়ে ৭ বছর ধরে কোচ গার্দিওলা। এই সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সিটির বিপক্ষে প্রতিপক্ষের বলের দখল বেশি ছিল মাত্র চারটা ম্যাচে! সেই চারটা দল; গত মৌসুমে আর্সেনাল, ২০২০-২১ মৌসুমে ব্রাইটন, ২০১৯ বক্সিং ডে ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন এবং সিটিতে গার্দিওলার প্রথম মৌসুমে বার্সেলোনা।

ওই ম্যাচে সিটির গোলদাতা রাহিম স্টার্লিং পরে বলেছিলেন, 'ভাবতেই পারিনি ওরা (ইয়োকোহামা) এত গতিময় ফুটবল খেলবে, এত প্রাণশক্তি ওদের! অনেক দিন আমি কোনো দলকে এভাবে নিচ থেকে আক্রমণ তৈরি করে খেলতে দেখিনি।'

ম্যাচ শেষে একসঙ্গে ছবি তুলতে গিয়ে গার্দিওলার টাকমাথায় হাসিমুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন পোস্তেকোগলু। ভাবখানা ছিল; দেখলে তো তোমার দলকে কী পরীক্ষায় ফেললাম। ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের খেলোয়াড়েরা নিশ্চিতভাবে মাঠ ছেড়েছিলেন এই প্রশান্তি নিয়ে, একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে এগোলে, একটা নির্দিষ্ট দর্শনে খেলতে পারলে সেরা দলকেও নাকানিচুবানি খাওয়ানো যায়।

ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের সেই অস্ট্রেলিয়ান কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু এখন প্রিমিয়ার লিগে। এই মৌসুমের শুরুতে দায়িত্ব নিয়েছেন টটেনহামের। আজ ইতিহাদে পোস্তেকোগলুর টটেনহাম খেলবে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। আরও একবার পেপ গার্দিওলার মুখোমুখি হবেন পোস্তেকোগলু। আরও একবার কি গার্দিওলার দলকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারবেন তিনি?

পোস্তেকোগলু টটেনহামে আসছেন, এ বছর জুনে এই খবরটা শুনেই গার্দিওলা বলেছিলেন, 'আরও একজন অসাধারণ কোচ আসছেন প্রিমিয়ার লিগে। তিনি এমন একজন কোচ, যিনি ফুটবল খেলাটাকে আরও সুন্দর বানিয়েছেন।'

গার্দিওলা ও পোস্তেকোগলু দুজনের ফুটবল দর্শনই বেশ কাছাকাছি। বলের দখল রেখে ক্রমাগত পাসে আক্রমণ গড়া, ফলের দিকে না তাকিয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা, গত কিছুদিনে টটেনহামের খেলাতেও তাই বেশ পরিবর্তনের ছাপ। আসলেই কি পোস্তেকোগলু গার্দিওলার ফুটবল দর্শনে প্রভাবিত? প্রশ্নটা শুনে গত জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ান এই কোচ বলেছিলেন, 'আমার ফোনবুক চেক করে দেখুন, তাঁর নম্বরই নেই।'

সরাসরি হয়তো যোগাযোগ নেই, কিন্তু ফুটবল,দর্শনে মিলটা বেশ স্পষ্ট। প্রক্রিয়া অনুসরণের ব্যাপারে দুজনেই খুব কঠোর, দুজনের কাছেই 'ভালো'র কোনো শেষ নেই, আরও বেশি চান সব সময়ই। গার্দিওলার মতোই পুরো স্বাধীনতা না পেলে কিংবা নিজের ফুটবল দর্শনের সঙ্গে না মিললে সেই জায়গায় কাজ করেন না পোস্তেকোগলু। এ কারণেই ২০১৮ বিশ্বকাপের ঠিক আগে আগে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের লক্ষ্য আর তাঁর লক্ষ্য এক নয়। নিজেকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চান বলেই কোনো ক্লাবে তিন বছরের বেশি স্থায়ী হননি।

৮০ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলেও জিতল পিএসজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিস্থিতির শিকার পিএসজিকে ম্যাচের ১০ মিনিটেই নামাতে হয়েছে দুজন বদলি! একটি চোট, অন্যটি লাল কার্ডের কারণে।

পরের কারণটা নির্ঘাতভাবে পিএসজির বেশি ক্ষতি করেছে। কেউ চোটে পড়ে মাঠ ছাড়লে আরেকজনকে খেলানো যায়। কিন্তু লাল কার্ড দেখলে তো আর সেই সুযোগ নেই। পিএসজিকে তাই পরের ৮০ মিনিট ১০ জন নিয়েই খেলতে হয়েছে। তবে এক খেলোয়াড় কম নিয়েও সমস্যা হয়নি। দুই সতীর্থ ফাবিয়ান রুইজের গুরুতর চোট আর জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার লাল কার্ডের ধাক্কা সামলে ঠিকই জয় তুলে নিয়েছে পিএসজি। নবাগত লা আভরের বিপক্ষে জয়ের ব্যবধান ২-০।

ম্যাচের ২৩ মিনিটে পিএসজিকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ভিতিনিয়া। এ জয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ-এর শীর্ষস্থান আরও দৃঢ় করল প্যারিসের ক্লাবটি। ১৪ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৩। দুইয়ে থাকা নিস সমান ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। আজকের হারে লা আভর রয়ে গেল নবম স্থানেই।

১৫ বছর পর ফ্রান্সের শীর্ষ লিগে উঠে আসা লা আভর পিএসজির বিপক্ষে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিল ২০০৯ সালে। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে হওয়া সেই ম্যাচে হেরেছিল ৩-০ ব্যবধানে। তবে আগের পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত থাকা লা আভর আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকেই ঘরের মাঠ স্তাদে ওশাঁয় খেলতে নেমেছিল। ম্যাচের ৭ মিনিটে দারুণ কিছুর আভাসও দেয়। দালের কুজইয়ায়েভের কর্নার কিক থেকে বক্সের জটলায় বল পান মোহাম্মদ বায়ো। তাঁর প্রচেষ্টা পিএসজি গোলরক্ষক দোন্নারুম্মা রুখে দেন। ফিরতি শটে গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন গাওতিয়ের লরিস। তবে গোললাইন থেকে লরিসের শট ফিরিয়ে দেন কার্লোস সোলের।

পরের মিনিটেই পিএসজির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে রুইজের চোট। ২৭ বছর বয়সী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কাঁধে গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন। তাঁর বদলি নামেন উরুগুয়ের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মানুয়েল উগারতে।

এ ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই পিএসজি কোচ লুইস এনরিকেকে আরেক বদলি নামাতে হবে, তা কে জানত! না, এবার কোনো চোট নয়। প্রতিপক্ষের লম্বা করে বাড়ানো বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে সামনে এসে পড়া লা আভরের স্ট্রাইকার জোসু কাসিমিরের ঘাড়ে লাথি মেরে বসেন দোন্নারুম্মা। কাসিমির মাঠে লুটিয়ে পড়লে দোন্নারুম্মাকে সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড দেখান রেফারি বাস্তিয়েন দেচেপি। এনরিকেকে বাধ্য হয়ে নতুন গোলরক্ষক আরনাউ তেনাসকে নামাতে হয়। তেনাসকে সুযোগ করে দিতে উঠে যেতে হয় এ মৌসুমেই লিওঁ থেকে পিএসজিতে নাম লেখানো তরুণ ফরোয়ার্ড ব্রাডলি বারকোলাকে।

তবে জোড়া ধাক্কা দ্রুতই সামলে নিয়ে গোছানো ফুটবল খেলতে শুরু করে পিএসজি। সেটার সুফল পেতেও দেরি হয়নি। ২৩ মিনিটে এমবাপ্পের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। বক্সের কিনারে এমবাপ্পেকে ওত পেতে থাকতে দেখে তাঁর উদ্দেশে নিখুঁত পাস বাড়ান উসমান দেম্বেলে। 'শেষ আঁচড়' দিতে ভুল করেননি এমবাপ্পে। এবারের লিগে এটি তাঁর ১৫তম গোল। আর প্রতিযোগিতার সর্বশেষ তিন ম্যাচে পঞ্চম।

দ্বিতীয়ার্ধেও রক্ষণ ঠিক রেখে দারুণ ফুটবল খেলতে থাকে পিএসজি। ৭৪ থেকে ৭৫; এক মিনিটের মধ্যে রান্দাল কোলো মুয়ানি, মিলান স্ক্রিনিয়ার ও লুকাস এরনান্দেজ বদলি নামলে তাদের আক্রমণগুলো আরও গতি পায়। এমনি এক আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোল পায় এনরিকের দল। গোলটা ভিতিনিয়া করলেও তাতে বড় অবদান শুরুতেই বদলি নামা উগারতের। নিজের শরীরকে ঘুরিয়ে লা আভরের কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যান উগারতে। এরপর বল বাড়ান ভিতিনিয়াকে। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে সহজেই ফাঁকি দিয়ে পিএসজির জয় নিশ্চিত করেন এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার।

ম্যাচটা পিএসজির দক্ষিণ কোরিয়ার ভক্তদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে বিশেষ একটি কারণে। প্রথমবার কোরিয়ান ভাষায় নাম লেখা জার্সি পরে খেলতে নেমেছিলেন পিএসজির ফুটবলাররা। এ মৌসুমেই ২ কোটি ২০ লাখ ইউরোর (২ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা) বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার লি কাং-ইনকে কিনে নেয় পিএসজি। ক্লাবটির ইতিহাসে প্রথম কোরিয়ান ফুটবলারও কাং-ইন।

তাঁকে কেনার পর এশিয়ার দেশটিতে ফরাসি ক্লাবটির সমর্থকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। কোরীয়দের এই সমর্থনকে সম্মান জানাতেই তাদের ভাষায় লেখা নামের জার্সি পরে খেলেন এমবাপ্পেরা। মাতৃভাষার জার্সি পরে কাং-ইন পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**